DCI-3

INDIAN HISTORY

- হরপ্পা সংস্কৃতিতে সম্মান করা হতো ষাঁড়কে।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বৃহত্তর ভারত নামে পরিচিত।
- খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ আগে সিন্ধু সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছিল।
- প্রাকৃতিক ভারতকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়ে থাকে।
- সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হয় ১৯২২ সালে।
- ভারতবর্ষকে নৃতত্ত্বের যাদুকর বলেছেন—ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ।
- হরপ্পা সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলি পাকিস্তানে চলে গেছে ১৯৪৭ সালের পরে।
- জনতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবাসীকে ছটি শাখায় ভাগ করা যায়।
- সিন্ধু সভ্যতায় লোহার ব্যবহার জানা ছিল।
- উত্তরের দেশগুলি থেকে ভারতকে পৃথক করে রেখেছে হিমালয়।
- হরপ্পা সংস্কৃতি একানভাবেই ভারতীয় এই মত ঐতিহাসিক জাঁ ফিলিওজার।
- নব্য প্রস্তর যুগে ঘর্ষণের ফলে আগুনের ব্যবহার মানুষ শিখেছিল।
- হরপ্পা সংস্কৃতির পোড়ামাটির শিল্পের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছিল উপজাতির।
- আইহোল প্রশস্তির লেখক রবিকীর্তি।
- সিন্ধু সভ্যতার অবিষ্কারক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও দয়ারাম সায়নী।
- এলাহাবাদ প্রশস্তির লেখক সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ।
- হরপ্পা সভ্যতা ছিল নগরভিত্তিক।
- বিক্রমাঙ্কদেব চরিত-এর লেখক কবি বিলহন।
- হরপ্পা সভ্যতার পুরোহিত শ্রেণীর কোন প্রাধান্য ছিল না বলে মনে করনে এইচ. জি. ওয়েলস।
- সভ্যতার আগ্রগতিতে সর্বপ্রথম মানুষ ধাতু রূপে তামার ব্যবহার শুরু করে।
- হরপ্পা সভ্যতার নরগোষ্ঠীর নৃতত্ত্ববিদরা তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন।
- সিন্ধু সভ্যতার অঞ্চলে পোতাশ্রয় ছিল লোথালে।
- মহেঞ্জোদারো কথার অর্থ মৃতের স্তুপ।
- সিন্ধু সভ্যতায় ঘোড়ার ব্যবহার ছিল না।
- ঋকবেদেরে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দেবতা ইন্দ্র।
- আর্যরা ভারতে আসে খ্রীঃপূঃ ২০০ থেকে ১৫০০ অব্দের মধ্যে।
- প্রথম আর্যরা বসতি স্থঅপন করেছিল সপ্তসিন্ধু এলাকায়।
- ঋকবেদের 'পুরুষ সূত্রে' প্রথম বর্ণাভেদের উল্লেখ পাওয়া যায় দশম মণ্ডলে।
- কণিষ্কে রাজধানী পুরুষপুর।
- ঋকবেদে উল্লিখিত 'সপ্তসিন্ধুর' অঞ্চলের অন্যতম সরস্বতী।
- সিন্ধু সভ্যতার পতনের সম্ভাব্য কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন।
- আর্য শব্দের অর্থ সু-সভ্য বা শ্রেষ্ঠ।
- কুরু রাজ্যের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ।
- প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত গণিতিক আর্যভট্ট।
- আফগানিস্থান থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত অঞ্চলকে সপ্তসিন্ধু বলেছেন আর্যরা।
- বেদাঙ্গের সংখ্যা ছটি।

❖ জৈনধর্মের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ।

❖ চারবেদের মধ্যে প্রাচীনতম বেদ ঋকবেদ।

❖ জৈনদের ত্রয়োদ্বিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ।

❖ নিজেকে হয় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য দেবতাদের প্রিয় বলে মনে করতেন। শেষ জৈব তীর্থঙ্কর মহাবীর।

❖ প্রচীন ভারতের সর্বপ্রথা উদ্ভাবন করেন গৌতম বুদ্ধ।

❖ জৈনদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ দ্বাদশ অঙ্গ।

❖ মন্ডলতত্বের প্রবক্তা কৌটিল্য।

❖ ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত।

❖ সুবর্ণযুগ বলা হয় গুপ্তযুগকে।

❖ খ্রীঃ পূঃ ৫৬৬ অব্দে বুদ্ধের জন্মবর্ষ।

❖ কলিঙ্গ জয় করেন মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।

❖ বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক।

❖ সর্বশেষ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর।

❖ বৌদ্ধদের সুনিয়ন্ত্রিত ধর্মীয় সংগঠনকে বৌদ্ধ সংঘ বলা হয়।

❖ গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।

❖ কোশাম্বির মতে বুদ্ধদেব মহাব্রিধান লাভ করেন ৫৪০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে।

❖ লক্ষণ সেনের সভাকবি ছিলেন কবি জয়দেব।

❖ চীনে ক্যাস্টনারী দিনপঞ্জী অনুসারে বুদ্ধের দেহ ত্যাগের তারিখ ৪৮৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দে।

❖ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয় দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতায়।

❖ ষোড়শ মহাজন পদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল মগধ।

❖ ভারতে সত্ত বিলোপনীতির প্রয়োগ কর্তা লর্ড ডালহৌসী।

❖ ভারতে মোট ৪টি বৌদ্ধ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়।

❖ ভারতে ভক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত রামানুজ।

❖ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে উঃ ভারতে ষোলটি মহাজনপদ ছিল।

❖ অসিতঘাত বা শত্রুইন্তা নামে খ্যাত বিন্দুসার।

❖ মগধের সিংহাসনে হর্যঙ্ক বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিম্বিসার।

❖ বেদের ঋক স্তোত্রে বিশ্বজননী ঐক্যবোধের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

❖ বিম্বিসারের উপাধী ছিল শ্রেণীক।

❖ 'অজাতশত্রু' উপাধী ছিল কণিষ্কের।

❖ দিল্লীর প্রথম আফগান সুলতান বহুলুল লোদী।

❖ নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্মনন্দ।

❖ সুলতানী সাম্রাজ্য টিকেছিল তিনশ বছর।

❖ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ৩২৪ খ্রীঃ পূঃ সিংহাসনে বসেন।

❖ বাংলার আকবর বলা হয় হুসেন শাহকে।

❖ মেগাস্থিনিস রচিত গ্রন্থের নাম ইন্ডিকা।

❖ তৈমুর লঙ ভারত আক্রমণ করেন ১৩৯৮ সালে।

❖ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শেষ জীবনে জৈন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

❖ ১৪১৩ সালে তুঘলক বংশের অবসান হয়।

❖ অশোক খ্রীঃ পূঃ ২৭৩ অব্দে সিংহাসনে বসেন।

❖ কাশ্মির আকবর বলা হয় জয়লাল আবেদিনকে।

❖ আশোক খ্রীঃ পূঃ ২৬০ অব্দে কলিঙ্গ আক্রমণ করেন।

❖ 'রামচরিত মানস' গ্রন্থটি তুলসী দাস রচনা করেন।

❖ অশোকের রাজ্যভিষেক হয় ২৬৯ খ্রীঃ পূর্বাব্দে।

❖ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের রচয়িতা মালাধর বসু।

❖ প্রিয়দর্শী উপাধী নেন অশোক।

❖ ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর।

❖ মৌর্য বংশের শেষ সম্রাট বৃহদ্রথ।

❖ হুমায়ুণ শব্দের অর্থ ভাগ্যবান।

❖ আলোকডান্ডার ও পুর মধ্যে যুদ্ধ হিদাস্পিসেং যুদ্ধ নামে পরিচিত।

❖ তুজুক-ই-বাবর' আত্মজীবনী বাবর লেখেন।

❖ 'মহাক্ষতঙ্গ' উপাধী নেন রুদ্রদামন।

❖ খানুয়ার যুদ্ধ ১৫২৭ সালে হয়েছিল।

❖ ভারতে কুষাণ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুজল কদফিসিস।

❖ সুফী মতবাদ প্রথমে পারস্যে প্রচার হয়।

❖ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ইন্দো গ্রীক রাজা মিনান্দার।

❖ বাবর ও ইব্রাহিম লোদীর যুদ্ধ পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত।

❖ শকাব্দ প্রচলন করেন কণিষ্ক।

❖ পাট্টা ও কাবুলত চালু করেন শেরশাহ।

❖ দ্বিতীয় অশোক বলা হয় কণিষ্ককে।

❖ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল।

❖ বুদ্ধ চরিতের রচয়িতা অশ্বঘোষ।

❖ সুরযাগরের যুদ্ধ ১৫৩৪ সালে হয়েছিল।

❖ কণিষ্কের রাজসভায় শ্রেষ্ঠ দার্শনিক নাগার্জুন।

❖ পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৫৫৬ সালে।

❖ মহাকবি ভাষা গ্রন্থের লেখক বসুমিত্র।

❖ শের শাহ শাসনব্যবস্থাকে সুবিধার জন্য তাঁর সাম্রাজ্যকে ৪৭টি ভাগে ভাগ করেন।

❖ হুমায়ুণের সেনাপতি বৈরাম খাঁ।

❖ সুত্রালঙ্কর গ্রন্থের লেখক অশ্বঘোষ।

❖ আকবর শাসনব্যবস্থায় মীর বহর ছিলেন নৌ বিভাগের অধ্যক্ষ।

❖ কণিষ্কের চিকিৎসক ছিলেন চরক।

❖ দিল্লীর শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদী।

❖ গ্রীক, রোমন, ও ভারতীয় শিল্পনীতির সমন্বৎ গঠিত গান্ধার শিল্প।

❖ আকবরের সঙ্গে হলদিঘাটের যুদ্ধ হয়েছিল রানা প্রতাপ সিংহের সাথে।

❖ সাতবহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা সিমুক।

❖ ইতিহাসে বাবরের স্বেচ্ছামৃত্যু বর্ণনা করেছেন দায়ুদ খাঁ।

❖ সাতবাহন বংশের শেষ পরাক্রান্ত নরপতী যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী।

❖ ১৫৩৯ খ্রীঃ হয়েছিল চৌসার যুদ্ধ।

❖ মৃচ্ছকটিক নট্যাংশের রচয়িতা শূদ্রক।

❖ বাবর পাদিশাহ বা বাদশা উপাধী গ্রহণ করেন কাবুল জয়ের পর।

❖ নাসিক প্রশস্তি রচনা করেন গৌতমী পুত্র সাতকর্ণীর মাতা বলশ্রী।

❖ 'দীন-ই-ইলাহী' ধর্মমতের প্রবর্তক আকবর।

❖ ঘোড়ার পিঠে প্রথম ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করেন শেরশাহ।

❖ গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠা হয় ২৭৫ খ্রীঃ।

❖ তরাইনের প্রথম যুদ্ধ ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল।

❖ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেন ৩২০ খ্রীঃ।

❖ পণিপথের দ্বতীয় বিশ্বযুদ্ধ হিমু ও বৈরাম খাঁর সঙ্গে।

❖ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তাব্দ প্রচলন করেন।

❖ মনসবদারী প্রথা চালু করেন আকবর।

❖ পরাক্রমাঙ্ক উপাধী সমুদ্রগুপ্তের।

❖ শেরশাহ নির্মিত্ত জি.টি.রোড প্রসারিত ছিল বাংলা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত।

❖ সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ ছিলেন।

❖ নাবালক আকবরের অবিভাবক হিসাবে রাজ্য শাসন করেন বৈরাম খাঁ ১৫৫৬ সাল থেকে ১৫৬০ সাল পর্যন্ত।

❖ 'লিচ্ছবি দৌহিত্র' সমুদ্রগুপ্তের নাম।

❖ সর্বপ্রথম দাস মুদ্রা চালু করেন শেরশাহ।

❖ কৃষিরাজ আখ্যা দেওয়া হয় সমুদ্রগুপ্তকে।

❖ শেরশাহের সমাধীস্থল সাসারামেতে।

❖ শকারী নামে পরিচিত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত।

❖ জাহাঙ্গীর সিংহাসন আরোহন করেন ১৬০৫ খ্রীঃ।

❖ মহেন্দ্রাদিত্য উপাধি কুমারগুপ্তের নেওয়া।

❖ জাহাঙ্গীর খুরস ও মসরুকে শাহাজাহান উপাধী দেন আহম্মদ নগর বিজয়ের পর।

❖ কালাদিত্য উপাধি নরসিংহ গুপ্তের।

❖ শিখ গুরু অর্জুনকে জাহাঙ্গীর হত্যা করেন।

❖ ফা হিয়েনের ভারত সংক্রান্ত গ্রন্থ কো-কুওকি।

❖ শাহজাহান ১৬২৮ খ্রীঃ সিংহাসনে আরোহন করেন।

❖ সূর্য সিদ্ধান্তের লেখক আর্যভট্ট।

❖ ১৬১৩ খ্রীঃ ইংরেজরা বাদশাহের কাছ থেকে ভারতে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার পায়।

❖ 'বৃহৎ সংহতি' ও 'পঞ্চাসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা বরাহ মিহির।

❖ শাহজাহান লালকেল্লা নির্মাণ করেন দিল্লীতে যুমনা নদীর তীরে।

❖ হুণ আক্রমণ প্রতিহত করেন স্কন্দগুপ্ত।

❖ শাহজাহানের বিখ্যাত শিল্পসৃষ্টি ময়ূর সিংহাসন।

❖ মহাকবি কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভা অলঙ্কার করেন।

❖ মুঘল আমলের স্বর্ণযুগ বলা হয় শাহজাহানের রাজত্বকালকে।

❖ ভারতে সবচেয়ে দুধর্ষ হুণ নায়ক মিহিরকুল।

❖ শাহজাহানের অমলে দক্ষিণাত্যের সুবেদার ছিলেন ঔরঙ্গজেব।

- ভারতের রাজাদের নাম শাকল।
- শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি তাজমহল।
- ভারতের এ্যাটিলা হলেন মিহিরকুল।
- শাহজাহানের অমলে দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, তাজমহল তৈরী হয়।
- পুষ্যভূতি রাজাদের রাজধানী থানেশ্বর।
- মুসলমানরা জিন্দা পীর বলত ঔরঙ্গজেবকে।
- হর্ষবর্ধন সিংহাসনে বসেন ৬০৬ খ্রীঃ।
- পুরন্দরের সন্ধি ঔরঙ্গজেব ও শিবাজীর মধ্যে হয়।
- হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তের নাম সি-ইউ-কি।
- সামুগরের যুদ্ধে দারাকে পরাজিত করেন ঔরঙ্গজেব।
- অভিজ্ঞান শকুন্তলাম ও মালবিকাগ্নি মিত্রম গ্রন্থের রচতিয়া কালিদাস।
- ঔরঙ্গজেব ৫০ বছর রাজত্ব করেন।
- কীবিঅর্জুত্রিয়ম গ্রন্থের লেখক ভারবি।
- ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয় ১৭০৭ খ্রীঃ।
- রত্নাবলী ও প্রিয় দর্শিকা নাটক রচনা করেন হর্ষবর্ধন।
- শিবাজীর রাজধানী ছিল রায়গড়।
- বাংলার প্রথম নির্বাচিত রাজা গোপাল।
- মুঘল বাহিনীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ছিল ঘোড়সওয়াড় বাহিনী।
- বিক্রমশীল উপাধি গ্রহণ করেন পাল রাজা ধর্মপাল।
- ঔরঙ্গজেব গ্রহণ করেছিলেন আলমগরী উপাধী।
- কৈবর্ত বিদ্রোহের নায়ক দিব্য।
- পুরুন্দরের সন্ধি ১৬৬৫ খ্রীঃ হয়।
- জাহাঙ্গীর হিন্দু, মুসলমান প্রজাদের মুক্ত হস্তে দান করতেন।
- পরমেশ্বর নরম ভট্টরাজ মহারাজাবিরাজ এর উপাধি।
- মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ জায়গীরদারী সংকট।
- বিক্রমাশীলা মহাবিহার নির্মাণ করেছিলেন ধর্মপাল।
- ১৬৭৪ খ্রীঃ শিবাজীর রাজ্যভিষেক হয়।
- দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে কৈবর্ত বিদ্রোহ হয়।
- মিঞা তানসেন ভারতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন আকবরের রাজসভায়।
- পাল বংশের শ্রেষ্ট রাজা দেবপাল।
- পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ১৭৬১ খ্রীঃ সংঘটিত হয়।
- সেন বংশে— প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেন।
- শিখদের প্রধান গুরু—গুরু গোবিন্দ সিংহ।
- বক্তিয়ার খলজি নদীয়া অধিকার করেন।
- ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয় তরাইনের যুদ্ধ দ্বারা।
- পল্লব বংশে— শেষ রাজা অপরাজিত বর্মন।
- ঔরঙ্গজেব নিজের পিতাকে বন্দী করে সিংহাসনে আরোহন করেন।
- চোল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা রাজেন্দ্র চোল।

❖ মারাঠা পেশবা ছিলেন অষ্টপ্রধানদের একজন।

❖ চোলদের প্রথম ঐতিহাসিক রাজা কারিকল।

❖ ময়ূর সিংহাসন লুঠ করে নিয়ে যান নাদির শাহ।

❖ বিজয় প্রশস্তি এর রচতিয়া শ্রীহর্ষ।

❖ হুমায়ুণ শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ১৫৩৭ খ্রীঃ।

❖ ওদন্তপুরীর বিহারে প্রতিষ্ঠাতা গোপাল।

❖ অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্।

❖ গৌড়েশ্বর উপাধি লক্ষণ সেনের।

❖ টিপু সুলতানের দুই পুত্রকে ইংরেজরা কলকাতায় নিয়ে যায় জার্মিন .. শ্রীরঙ্গপত্তনমের সন্ধি দ্বারা।

❖ কবি জয়দেব লক্ষণ সেনের সভাকবি ছিলেন।

❖ কোম্পানী শাহ আলমকে এলাহাবাদ ছেড়ে এলাহাবাদের দ্বিতীয় সন্ধি দ্বারা।

❖ সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি দ্বিতীয় সাতকর্ণী।

❖ ইলোরার সুবিখ্যাত কৈলাসনাথের মন্দির নির্মিত হয়েছিল প্রথম কৃষ্ণের সময়।

❖ ভারতীয় ইতিহাসে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান হয় খ্রীষ্ঠীয় তৃতীয় শতাব্দীর।

❖ গঙ্গাকোন্ড উপাধি ধারণ করেন প্রথম রাজেন্দ্র চোল।

❖ গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।

❖ তঞ্জোরের বিখ্যাত শিব মন্দির নির্মিত হয়েছে প্রথম রাজাদের আমলে।

❖ ভারতের নেদোলিয়ন আখ্যা দিয়েছেন সমুদ্রগুপ্তকে ঐতিহাসিক স্মিথ।

❖ রামচরিত রচনা করেন সন্ধ্যাকর নন্দী।

❖ বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত।

❖ দান সাগর ও অদ্ভুতসাগর রচনা বল্লাল সেন।

❖ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন ভারতে আসেন।

❖ গীতগোবিন্দ রচনা করেন কবি জয়দেব।

❖ ফা-হিয়েন এসেছিলেন কুমারগুপ্তের আমলে।

❖ দেবলালের সাথে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ঘনিষ্ট সংযোগ ছিল।

❖ মহেন্দ্রদিত উপাধী নেন কুমারগুপ্ত।

❖ পাল যুগে বাংলার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক মনীষী চক্রপাণি দত্ত।

❖ কালিদাসের মেঘদূত নাটকিট জার্মান মহাকবি গ্যেটের বিবেচনায় বিশ্বসাহিত্যের সবশ্রেষ্ঠ নাটক।

❖ সেন যুগে প্রখ্যাত শিল্পী ও স্মৃতি শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন অভযকর গুপ্ত।

❖ অজন্তা গুহার চিত্রাবলী অধিকাংশ সৃষ্টি গুপ্তযুগে।

❖ কোনারকের সূর্য মন্দির নির্মাণ করেন প্রথম নরসিংহ বর্মন।

❖ শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ।

❖ পল্লব রাজাদের রঙ্গ মন্দিরগুলি অবস্থিত মহাবলিপুরমে।

❖ শশাঙ্ক রাজত্ব করেন মাত্র ১৭ বছর।

❖ বৌদ্ধ পন্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে বৌদ্ধধর্মে সংস্কার ও প্রসার করেন।

❖ হর্ষবর্ধন রাজাদের অভিষিক্ত হন ৬৩০ খ্রীঃ।

❖ দায়ভাগ রচয়িতা হলেন জীমূতবাহন।

❖ হর্ষবর্ধন-এর সময় চীন দেশীয় পর্যটক হিউয়েন সাঙ ভারতে আসেন।

- কম্বোজ রাজ্যে বেয়ন মন্দিরটি শিবের মন্দির।
- কাদম্বরী ও হর্ষচরিতের রচয়ীতা বানভট্ট।
- পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্কোরভাটের বিষ্ণুমন্দির।
- হিউয়েন সাং এদেশে ছিলেন ১৪ বছর।
- পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলে পরিচিত বরবুদুরের স্তুপ।
- প্রতিহার বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা প্রথম বানভট্ট।
- তারিখ-ই-সিন্ধ গ্রন্থের রচয়িতা মীর মহম্মদ মাসুদ।
- কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক বল্লাল সেন।
- তুঘলক নামা গ্রন্থের রচয়িতা আসীর সাহেব।
- বল্লাল সেনের লিখিত গ্রন্থের নাম দান সাগর।
- গজনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলগুনীন।
- আচার্য গোবরধনের রচনা আর্যাসপ্তশতী।
- তাবাকৎ-ই-নাসিরা গ্রন্থে— রচয়িতা মিনহাস উস সিরাজ।
- চালুক্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি দ্বিতীয় পুলকেশী।
- তহকিক-হিন্দ রচনা করেন অলবিরুনী।
- ইলোয়ার সুবিখ্যাত কৈলাসনাথের মন্দির নির্মিত হয়েছিল দান্তিদুর্গের সময়।
- ভারতের তোতাপাখী নামে পরিচিত আমীর খসরু।
- রাষ্ট্রকূট বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি প্রথম অমোঘবর্ষ।
- ইবনতুতা মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে ভারতে আসেন।
- আরবরা সিন্ধু জয় করেন ৭১২ খ্রীঃ
- আকবর ফতেপুর সিক্রি নির্মাণ করেন শেক সেলিম চিশতির সংস্পর্শে আসার জন্য।
- সুলতান মামুদ মোট সতের বার ভারত আক্রমণ করতেন।
- চোল রাজাদের প্রথম রাজা প্রথম রাজরাজ।
- অলবিরুনী সুলতান মামুদের সঙ্গে ভারতে আসেন।
- হরপ্পা সভ্যতা শুরু হয় খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দে।
- সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেন সুলতান মামুদ।
- মৌর্য বংশের প্রতিষ্টাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।
- পৃথ্বিরাজ চৌহার তরাইনের ২য় যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরীর কাছে পরাজিত হন।
- তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১১৯২ সালে।
- পাটলীপুত্র নগরী স্থাপন করেন উদরী।
- দিল্লিতে সুলতানী শাসন শুরু হল ১২০৬ খ্রীঃ কুতুবউদ্দীন আইবক দ্বারা।
- সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি গৌতমী পুত্র সাতকর্ণী।
- দাস বংশ প্রতিষ্ঠা করেন কুতুবউদ্দিন আইবক।
- কণিষ্ক সিংহাসন আরোহন করেন ৭৮ খ্রীঃ।
- লখবক্স নামে পরিচিত কুতুবউদ্দীন আইবক।
- আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন ৩২৭ খ্রীঃ পূঃ
- ইমতিরার উদ্দীন মহম্মদবিন বখতিরায় খলজি।
- কুতুবউদ্দীন অইবকের সেনাপতি ছিলেন।

❖ বাংলার সর্বপ্রথম সার্বভৌম নরপতি শশাঙ্ক।

❖ ইফতা প্রথা প্রবর্তন করেন ইলতুতমিস।

❖ **গুপ্তযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ধন্বন্তরী।**

❖ **গিয়াসউদ্দীন বলবনের আসল নাম উলুখ খাঁ।**

❖ অলবিরুনী ভারতে আসেন সুলতান মামুদের সঙ্গে।

❖ **মহম্মদ ঘুবীর আসল নাম মুইজুদ্দীন মহম্মদ।**

❖ **ইলতুতমিসের রাজত্বকালে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খাঁ ভারত আক্রমণ করেন।**

❖ **খলজী বিপ্লবের নায়ক জালালউদ্দীন।**

❖ মহারাষ্ট্রে ভাক্তিবাদী ধর্মমত প্রথম প্রচার করেন নামদেব।

❖ দিল্লীর আলাই দরওয়াজা নির্মাণ করেন আলাউদ্দীন খলজী এবং তিনিই খলজী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন।

❖ **বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব সুজাউদ্দীন।**

❖ ভারতের ম্যাকিয়াভেলী বলা হয় নানা ফড়নবিশকে।

❖ **কুতুবউদ্দীনের কাজ শেষ করেন ইলতুতমিস।**

❖ **১৭৬৫ খ্রীঃ দেওয়ানী লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী।**

❖ খলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালউদ্দীন ফিরোজ খলজী।

❖ **সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয় ১৮২৯ খ্রীঃ।**

❖ **সুলতান আলাউদ্দীন খলজী সর্বপ্রথম দাক্ষিণাত্য জয় করেন।**

❖ **কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৭ খ্রীঃ।**

❖ তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দীন তুঘলক।

❖ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করতেন দি, হিন্দু .... পত্রিকায়।

❖ **ভারত ইতিহাসে পাগলা রাজা নামে পরিচিত মহম্মদ বিন তুঘলক।**

❖ কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয় ১৮৩৫ খ্রীঃ।

❖ মহম্মদ বিন তুঘলক এর সময়ে ইবন বতুতা ভারতে আসেন।

❖ **আত্মীয়সভা প্রতিষ্ঠা করেন রাজা রামমোহন রায়।**

❖ **মহম্মদ বিন তুঘলক তামার নোট প্রচলন করেন।**

❖ দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবক।

❖ **সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।**

❖ সুলতান নাসিবুদ্দীন মামুদশাহের সময় তৈমুরলঙ ভারত আক্রমণ করেন।

❖ **লোকামান্য বালগঙ্গাধর তিলকের উপাধী ছিল।**

❖ খলজী বংশের শেষ সুলতান মোবারক খলজী।

❖ "স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার"—বালগঙ্গাধর তিলকের উক্তি।

❖ **সিফন্দার-ই-মানী বা দ্বিতীয় আলেকজন্ডার উপাধী নেন আলাউদ্দীন খলজী।**

❖ ভারতের লাহোরে গদর পার্টীর জন্ম হয়।

❖ **গান্ধীজিকে মহাত্মা নামে অভিহিত করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।**

❖ **তুঘলক বংশের শেষ সুলতান নাসিরউদ্দীন মামুদশাহ।**

❖ যতীন দাস ৬৪ দিন অনশনেরে কর আত্মহুতি দেন।

❖ সেয়দ বংশের শেষ সুলতান আলাউদ্দীন আলাম শাহ।

❖ স্বরাজ্য দল গঠন করেন শ্রীমতি অ্যানি বেসান্তি ও অরিবন্দ।

- ১৩৯৮ সালে তৈমরলঙ ভারতে আসেন।
- ভারত ছাড়ো আন্দোলন আরম্ভ হয় ১৯৪২ সালে।
- সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা খিজির খাঁ সৈয়দ।
- পাকিস্তানের গর্ভনর জেলারেল (প্রথম) মহম্মদ আলি জিন্না।
- সুলতানী সাম্রাজ্য পতনের পর মুঘল সাম্রাজ্য শুরু হয়।
- সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতে গর্ভনর জেনারেল ছিলেন লর্ড ক্যানিং।
- তুর্কীরা বঙ্গদেশ জয় করাকালীন সেখানে শাসক ছিলেন লক্ষ্মণ সেন।
- জালিওয়ালাবাগের নির্বিচারভাবে গুলি চালিয়েছিলেন জেনারেল ডায়ার।
- বাংলার শাসক গিয়াসউদ্দীন আলাম শাহের সাথে বিশ্ববিখ্যাত কবি হাফিজের পত্রালাপ হত।
- ভারতীয় জাতীয় সংগীত জনগনমন অধিনায়ক।
- বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা শামস্‌উদ্দীন ইলিয়াস শাহ।
- ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে ১৮৮৫ সালে।
- আদিনা মসজিদ স্থাপন করেন সিকান্দার শাহ।
- পুণা অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সভাপতি হয়েছিলেন।
- বাংলার শেষ ইলিয়াস শাহ সুলতান জালাউদ্দীন ফতে শাহ।
- পরপর দু-বছর কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু।
- বাংলার আকবর হুসেন শাহ।
- রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ১৯০১ সালে।
- হুসেন শাহের আমলে ছোট সোনা মসজিদ নির্মিত হয়।
- রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান।
- নসরেৎ শাহের আমলে বড় সোনা মসজিদের তৈরী হয়।
- ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হয়।
- আমুক্ত মালদা গ্রন্থের লেখক কৃষ্ণদেব রায়।
- কলকাতার অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় ১৯২০ সালে।
- রাজা গণেশ বাংলায় হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা করেন ১৪১৪ খ্রীঃ।
- পরাধীন ভারতে আইন কমিশন নিয়োগ হয় ১৯২৭ সালে।
- মধ্যযুগে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি হুসেন শাহ।
- ১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু হয়।
- মালাধর বসু গুনরাজ খাঁ উপাধি পান।
- ভারত প্রজাতন্ত্র পরিণত হয় ১৯৫০ সালে।
- বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জাফর খাঁ।
- ১৯৪২ সালে আজাদ হিন্দ সরকার স্থাপন হয় জার্মানীতে।
- বিজয়নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি কৃষ্ণদেব রায়।
- ১৯৪৫ সালে I.N.A. কর্মীদের বিচার হয় লালকেল্লায়।
- তালিকোটার যুদ্ধ ১৫৫৬ খ্রীঃ ঘটে।
- বাংলায় দুভিক্ষ দেখা দেয় ১৯৪৩ সালে।
- রোমনদের প্রধান শিষ্য কবীর।
- গোয়া ভারত ২৫ তম রাজ্যে পরিণত হয় ১৯৮৭ সালে ২৫শে জুন।

- শিখ ধর্মের প্রবর্তক নানক।
- মহারাষ্ট্রে গঠিত হয়েছিল প্রার্থনা সমাজ।
- মধ্যযুগে ভারতে হিন্দু ও ইসলামীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষার অবদান উর্দুর।
- মহত্মা গান্ধী আবর্তমানে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন অরুণা আসফ আলী।
- 'হুমায়ুন নামা' এর রচয়িতা বাবর কন্যা গুলবদন বেগম।
- পরাধীন ভারতের রাধাকান্ত দেব সতীদাহ প্রথা অবলুপ্তির বিরোধীতা করেছিলেন।
- পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ১৫২৬ খ্রীঃ হয়।
- অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলেছিলেন গৌতম বুদ্ধ।
- অমৃতসরের সন্ধি ১৮০৯ সালে হয়েছিল।
- দিল্লীর সিংহাসনে শূর বংশের প্রতিষ্ঠাতা শেরশাহ।
- শেরশাহের বাল্যকালের নাম ফরিদ খাঁ।
- বাল্মিকী লিখেছেন আদি মহাভারত।
- ভূমি রাজস্ব বিষয়ে শাহ প্রদত্ত দলিল দুটি হল কাবুলিয়ত ও পাট্টা।
- চৌরচেরার ঘটনার ২৮ জন পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়।
- শেরশাহের হিন্দু সেনাপতি হলেন ব্রহ্মজিৎ গৌড়।
- অরবিন্দ ঘোষ অভিযুক্ত হয়েছিলেন আলিপুর বোমার মামলায়।
- শেরশাহের ইতিহাসের আব্বাসখান শেরওয়ানীর গ্রন্থ তারিখ-ই-শেরশাহী।
- শ্রীরঙ্গপত্তম থেকে টীপু সুলতান শাসন করতেন।
- দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ হয় ১৫৫৬ সালে।
- হলদিঘাটের যুদ্ধ ১৫৭৬ সালে।
- আলেকজান্ডার ম্যাসিডনের রাজা ছিলেন।
- হলিদ্ঘাটের যুদ্ধে মুঘলদের প্রধান সেনাপতি মান সিংহ।
- প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রচনাটি স্বামী বিবেকানন্দের।
- আকবরের জীবনে শেষ যুদ্ধাতিযান ১৬০১ খ্রীঃ।
- ইন্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি গঠন করেন ভগৎ সিং।
- শাহাজাহন সম্রাট হন ১৬২৮ খ্রীঃ।
- কেশবী নামক মারাঠা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন বাল গঙ্গাধর তিলক।
- নূরজাহানের পূর্ব নাম মেহেরউন্নীসা।
- রাইটার্সে 'অলিন্দ যুদ্ধ' ১৯৩০ সালে হয়েছিল।
- আলমগীর বাদশাহ গাজী উপাধি ধারণ করেন ঔরঙ্গজেব।
- অসহযোগ আন্দোলনের অবসান ঘটে ১৯২২ সালে।
- পার্বত্য মুষিক বলেছেন শিবাজীকে।
- ব্রিটিশকে ভারত ছাড়ার জন্য প্রচন্ড চাপ দেয় গান্ধিজির ভারত ছাড়ো আন্দোলনে।
- ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে বসেন ১৬৫৮ খ্রীঃ।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন লর্ড কর্ণওয়ালিস।
- ১৪৯৮ খ্রীঃ পর্তুগীজ নাকিক ভাস্কো-ডা-গামা কালিকট বন্দরে পৌছান।
- কৃত্তিবাস ওঝাকে মহাকবি বলে অভিহিত করা হয়।
- ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠীত হয় ১৬০০ খ্রীঃ।

- গদর পার্টির নেতা লালা হরদয়াল।
- গো ব্রাহ্মণ প্রতিপালক উপাধি নেন শিবাজী।
- ডান্ডি অভিযান ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে হয়।
- ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু ১৭০৭ খ্রীঃ।
- এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি রচনা করেন হরিষেণ।
- ভারতকে দার-উল-ইসলামে এ রূপান্তরীত করতে চেয়েছিলেন ঔরঙ্গজেব।
- মাদুরাই-এ মীনাক্ষী মন্দির শিল্পকীর্তি পান্ডদের কীর্তি।
- উইলিয়াম হকিন্স ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে জাহাঙ্গীরের রাজসভায় আসেন।
- হর্ষবর্ধনের রাজধানী ছিল কনৌজ।
- টমাস রো ইংরেজ প্রতিনিধি হিসাবে জাহাঙ্গীরের রাজসভায় আসেন।
- শাহজহানের রাজত্বকালে এদেশে এসেছেনে নেভার্নিয়ে।
- চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের রচতিয়া বৃন্দাবন দাস।
- নাদীর শাহ ভারত আক্রমণ করেন ১৭৩৯ খ্রীঃ।
- মুর্শিদকুলি খাঁর বাল্য নাম মহম্মদ হাদি।
- গ্রন্থ সাহেব সংকলন করেন গুরু অর্জুন।
- প্রথম স্বাধীন পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ।
- প্রথম বাজিয়াওকে মারাঠ রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।
- পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা পক্ষের সেনাপতি ছিলেন সদাশিব রাও।
- ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম স্বপ্ন দেখেন যোসেফ ফ্রাসিস ডুপ্লে।
- প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধ ১৭৪৬ খ্রীঃ।
- ইঙ্গ ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বীতার সামাপ্তি ঘটে ১৭৬৩ খ্রীঃ।
- মুঘল সম্রাট ফারুক শিয়ার ব্রিটিশদের দস্তক দেন।
- আয়-লা শাদেল সন্ধি হয় ইংরেজ ও ফ্রান্সের মধ্যে।
- পলাশীর যুদ্ধ হয় ১৭৫৭ খ্রীঃ।
- আলীবর্দী খাঁ সরফরাজ যাঁকে হত্যা করে ১৭৪০ খ্রীঃ বঙ্গদেশের নবাব হন।
- তেলেগাঁও-এর যুদ্ধে বেম্বাই-এর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ অপশানজনক ওয়াড়গাঁও রে সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য হন।
- সিরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনপতী মীরজাফর।
- দ্বৈত শাসনের প্রবর্তক লর্ড ক্লাইভ।
- বাংলায় প্রথণ গর্ভনর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস।
- সর্বপ্রথম অধিনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করেন পেশবা।
- ১৮০২ খ্রীঃ বেসিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হায়দার আলী মহীশূরকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন।
- শ্রীরঙ্গপত্তনম সন্ধি হয় ১৭৯২ খ্রীঃ।
- গর্ভনর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের আমলে আফগান যুদ্ধ হয়।
- প্রথম ইঙ্গ শিখ যুদ্ধ ১৮৪৫ খ্রীঃ।
- স্বত্ত বিলোপ নীতি সর্বপ্রথম প্রয়োগ হয সাতারায়।
- রেগুলেটির অ্যাক্ট পাশ হয় ১৭৭৩ খ্রীঃ।
- পিটের ভারত শাসন আইন ১৭৮৪ খ্রীঃ পাস হয়।

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তীত হয় ১৭৯৩ খ্রীঃ।
- এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত ১৭৮৪ খ্রীঃ।
- শ্রীরামপুর মিশন কলেজ স্থাপন করেন উইলিয়াম কেরী।
- হিন্দু কলেজ এর বর্তমান নাম প্রেসিডেন্সি কলেজ।
- কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (১৮৩৫ খ্রীঃ)
- কলকাতা ডেসপ্যাচ ঘোষীত হয় ১৮৫৪ খ্রীঃ।
- ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রবর্তীত হয় লর্ড কার্জনের শাসনকালে।
- হুগলী মহসীন কলেজ ১৮৩৬ খ্রীঃ স্থাপিত হয়।
- রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে বাংলা ভাষায় যথার্থ শিল্পী বলে অভিহিত করেছেন।
- আত্মীয় সভার পরিবর্তীত নাম ব্রাহ্ম সমাজ।
- ডিরোজিও-র ছাত্র নব্যবঙ্গ দল নামে পরিচিত।
- সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয় ১৮২৯ খ্রীঃ (আইন রেগুলেশন-১৭)
- ভারতে সমাজ সংস্কাররক সর্বভারতীয় আন্দোলন ছিল বিধবা বিবাহের পক্ষে।
- সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ১৭৬৭ খ্রীঃ হয়েছিল।
- চুয়াড় বিদ্রোহ ১৭৯৯ খ্রীঃ হয়েছিল।
- ওয়াহাবী আন্দোলন শুরু করেন হাদি শরিয়াতুল্লা।
- সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল ১৮৫৫ খ্রীঃ। এই বিদ্রোহের নেতা সিধু ও কানু।
- সিপাহী বিদ্রোহ হয় লর্ড ক্যানিং-এর সময়ে।
- মহাবিদ্রোহের মহিলা বিদ্রোহী ছিলেন ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী বাঈ।
- তিতুমীরের প্রকৃত নাম মীর নিসার আলী।
- বিদ্রোহী ফকিরদের নেতা ছিলেন মজনু শাহ।
- ওয়াহাবী আন্দোলনের আসল নাম তারিখ-ই-মহম্মুদীয়া।
- ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের দুজন নেতা যারা নেপালে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাঁরা হলেন নানা সাহেব ও বেগম
- রেঙ্গুনে নির্বাসিত ও বন্দী অবস্থায় মারা যান দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।
- মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজ হাতে ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করেন ১৮৫৮ খ্রীঃ।
- ভারতে প্রথম ভাইসর লর্ড ক্যানিং।
- Poverty and Vn-British গ্রন্থের রচয়িতা দাদাভাই নৌরজি।
- ডুরান্ড লেখা হল আফগানিস্তান ভারত সীমান্ত রেখা।
- ম্যাকমোহন রেখা হল ভারত তীব্বত সীমান্ত রেখা।
- ডালহৌসী আমলে ভারতে মোট ২০০ মাইল রেলপথ পাতা হয়।
- ভারতে প্রথম চটকল স্থাপিত হয় রিষড়ায়।
- ভারতে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপন করেন কাওয়াসাজী নানাভাই।
- Indian Industrial Commission গঠিত হয় ১৯১৬ সালে।
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০০ খ্রীঃ।
- উডের ডেসপ্যাচ প্রকাশিত হয় ১৮৫০ খ্রীঃ।
- হান্টার কমিশন গঠন করেন লর্ড রিপন।
- ভারতে ইংরাজী ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেট।
- ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান এ্যামোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫১ সালে।

- সত্যার্থ প্রকাশের রচয়িতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।
- ভারতকে ইন্দ্রের অমরাবতী অদেক্ষাত শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
- দেশীয় সংবাদপত্র আইন থেকে বাঁচতে রাতারাতি ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে অমৃতবাজার পত্রিকা।
- দেশীয় সংবাদপত্র আইন করেন লর্ড লিটন।
- অ্যানি বেশান্তের অনুত্রেনার প্রথম নারী আন্দোলন শুরু হয়।
- রঙপুর বিদ্রোহের নেতা দুর্জ নারায়ণ।
- Indian Association স্থাপিত হয় ১৮৭৬ খ্রীঃ।
- ভারতে সমাজ সংস্কারক সর্বভারতীয় আন্দোলন ছিল বিধবা বিবাহের পক্ষে।
- সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ১৭৬৭ খ্রীঃ হয়েছিল।
- ফরাজী আন্দোলন শুরু করেন হাদি শরিয়াতুল্লা।
- সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল ১৮৫৫ খ্রীঃ। এই বিদ্রোহের নেতা সিধু ও কানু।
- সিপাহী বিদ্রোহ হয় লর্ড ক্যানিং-এর সময়ে।
- মহাবিদ্রোহের মহিলা বিদ্রোহী ছিলেন ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ।
- তিতুমীরের প্রকৃত নাম মীর নিসার আলী।
- বিদ্রোহ ফকিরদের নেতা ছিলেন মজনু শাহ।
- সিপাহী বিদ্রোহে বিহারের রাজপুত কঁয়ার সিংহ নেতৃত্ব দেন।
- ওয়াহাবি আন্দোলন প্রথম শুরু করেন মহম্মদ ইবন আবুল ওয়াহাব।
- ১৮৫৮ সালে কোম্পানী শাসনের আবস্থান ঘটে।
- মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজ হাতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন ১৮৫৮ খ্রীঃ।
- ভারতে প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং।
- আফগানিস্তানেস রুশ প্রভাব নষ্ট করে ব্রিটিশ প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য 'অগ্রসর নীতি' গ্রহণ করেছিলেন লর্ড লিটন।
- ভারত-তিব্বত সীমান্ত রেখা নির্ধারিত করে ভারত-চীন-পাকিস্তান ত্রিলাক্ষিক সম্মেলন।
- দ্বিতীয় ঈঙ্গ ব্রহ্ম যুদ্ধ এর সময় ভারতের বড়লাট ছিলেন ডালহৌসী।
- বিষ্ণচরণ বিশ্বাস, দিগম্বর বিশ্বাস ও রফিক মন্ডলের নাম নীল বিদ্রোহের সাথে যুক্ত।
- কলকাতার ১৮৮৬ খ্রীঃ জাতির কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন দাদাভাই নৌরজী।
- জাতির কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটি লন্ডন থেকে ইন্ডিয়া পত্রিকা প্রকাশ করত।
- প্রথম ভারতীয় পরিষদ আইন ১৮৬১ খ্রীঃ পাশ হয়।
- লোকহিতবাদী নামে পরিচিত গোপাল হরি দেশমুখ।
- একজন নরসপন্থী নেতা রমেশচন্দ্র দত্ত।
- বাংলায় মুকুইহীন রাজা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।
- ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখার্জী।
- বাংলার বার্ক নামে পরিচিত বিদিনচন্দ্র পাল।
- চরমপন্থী দল ১৯০৭ খ্রীঃ সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেস ত্যাগ করে।
- ভারতীয় বিপ্লবাদের জননী মাদাম কামা।
- মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয় ১৯২৯।
- মিত্র মেলা গঠন করেন বিনায়ক দামোদর সাভারকার।
- আলিপুর বোমা মামলায় প্রধান আসামী অরবিন্দ ঘোষ।
- গান্ধিজী জাতির আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯১৯ খ্রীঃ।

- কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি হয় ১৯১৬ খ্রীঃ।
- রাওলাট আইন পাশ হয় ১৯১৯ খ্রীঃ।
- সাইমন কমিশন ভারতে আসে ১৯২৮ সালে।
- গান্ধী আরউইন চুক্তি হয় ১৯৩১ সালে।
- চোদ্দ দফা দাবী দেশ করেন মহম্মদ আলি জিন্না।
- সর্বপ্রথম ট্রেড ইউপ্রিয়ন স্থাপন করেন লালা লাজপত রায়।
- কানপুর কমিউনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা হয়।
- নিখিল ভারত কিষাণ সভার প্রথম অধিবেশন ১৯৩৬ খ্রীঃ হয়।
- ফরওর্য়াড ব্লক গঠিত হয় ১৯৩৯ খ্রীঃ।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯ খ্রীঃ।
- ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ছিলেন উইনস্টন চার্চিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়।
- ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়।
- করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে—গান্ধীজির উক্তি।
- ১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্র অন্তরীন অবস্থা থেকে অন্তর্ধান করেন।
- আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ক্যাপ্টেন মোহন সিং।
- সি-আর ফমুলা রচনা করেছিলেন চক্রবর্তী রাজা গোপালচারী।
- ১৯৪৬ সালে হয়েছিল ওয়ায়েল পরিকল্পনা।
- শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।
- ভারতের বন্ধু বলে পরিচিত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী।
- ইলবার্ট বিল প্রকাশ হয় ১৮৮৩ সালে।
- বিষ্ণচরণ বিশ্বাস, দিগম্বর বিশ্বাস ও রফিক মন্ডলের নাম নীল বিদ্রোহের সাথে যুক্ত।
- কলকাতায় ১৮৮৬ খ্রীঃ জাতির কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন দাদাভাই নৌরজি।
- প্রথম ভারতীয় পরিষদ আইন ১৮৬১ খ্রীঃ পাশ হয়।
- লোকহিতবাদ নামে পরিচিত গোপাল হরি দেশমুখ।
- একজন নরমপন্থী নেতা রমেশ চন্দ্র দত্ত।
- বাংলায় মুকুইহীন রাজা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।
- ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখার্জী।
- বাংলায় বার্ক নামে পরিচিত বিপিনচন্দ্র পাল।
- সর্বপ্রথম ট্রেড ইউনিয়ন স্থাপন করেন লালা লাজপথ রায়।
- বানপুরে কমিউনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা হয়।
- নিখিল ভারত কিষাণ সভার প্রথম অধিবেশন ১৯৩৬ খ্রীঃ হয়।
- ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হয় ১৯৩৯ খ্রীঃ।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯ খ্রীঃ।
- ১৯৪২ সালে ক্রিপস ভারতে অসেন।
- ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় স্বাধীন জাতির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় পঃ বঙ্গের তমলুকে।
- গান্ধি বুড়ি নামে খ্যাত মাতঙ্গীনি হাজরা।
- বরিশালের চাষীদের নিল বিদ্রোহ শুরু করেন অশ্বিনীকুমার দত্ত।
- 'মারাঠা' সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা বাল গঙ্গাধর তিলক।

- ভারতে নব্য হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।
- জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী।
- বঙ্গভঙ্গের লর্ড কার্জন দ্বারা সিদ্ধান্ত ঘোষমা হয় ১৯০৫ সালে।
- মহারাষ্ট্রের কৃষকদের ফসলহানী ঘটলে সংস্কারকে খাজনা না দেবার আহ্বান করেছিলেন দাদাভাই নৌরজী।
- স্বরাজ্যের অর্থ হল ব্রিটিশ শসানের অধীনেই স্বশাসন উক্তিটি দাদাভাই নৌরজীর।
- হোমরুল আন্দোলন শুরু করেন অ্যানি বেসান্ত।
- শিক্ষার ব্যপ্যারে দাখিল করেন লর্ড কার্জন।
- জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মুসলমান সভাপতি বদরুদ্দীন তৈযবজী/এম.এ.আনসারী।
- আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন রাসবিহারী বসু।
- নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর গুরু বলেন মালতেন চিত্তরঞ্জন দাশ।
- ফরাসী আন্দোলন ছিল জামিদারী ও নীল বিদ্রোহের বিরোধী।
- কলকাতা কর্পোরেশনের গণতান্ত্রীকরনের পরে প্রথম মেয়র হন সুভাষচন্দ্র বসু।
- নেতাজী ভারত থেকে পালিয়ে বিদেশে যান ১৯৪১ সালে।
- ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে মহারাষ্ট্রে।
- জাতিয় কংগ্রেসকে সেফটি ভাল্ভ বলেন অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম।
- ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বন্দেমাতারম গানটি প্রথম গাওয়া হয় ১৮৯৬ সালে।
- বাংলার প্রধান বিপ্লবী গোষ্ঠী ছিল অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল।
- খুদা-ই-খিদমদগার-এর প্রতিষ্টাতা খান আবুল খলফর খান।
- জাতিয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষণা করে ১৯২৯ সালে।
- লিবার্টি থাইয়ের লেখক রাসবিহারী বসু।
- কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মৌলানা আজাদ।
- ইলবার্ট বিল (লর্ড লিটন আমল) নিয়ে বিতকের কারণ হল বিচারবিভাগের চোখে সমতা ও লক্ষপাতহীনতার প্রশ্ন।
- জেলখানায় আমরণ অনশনে শহীদ হয়েছিলেন যতীন দাস।
- ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের রচনাকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ভারতের জাতিয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি সরোজিনী নাইডু।

SET-2

INDIAN HISTORY

- ইতিহাসের জনক হলেন হেরোডোটার্স।
- 'অষ্টাধ্যেয়ী-রে লেখক পণিনি।
- সন্ধ্যাকর নন্দীর রচনা রামচরিত।
- পদ্মগুপ্তের 'নবশশাঙ্ক-চরিত'।
- জয়সিংহের রচনা 'কুমার পাল চরিত'।
- তারানাথ ছিলেন তিব্বতের, তাঁর গ্রন্থ দুলভা, তাংগুর।
- আর্যদের ভারত আগমন এশিয়া মাইনরের বোমোজকোই লিপি থেকে জানা যায়।
- ব্রাহুই বেলুচিস্তানের ভাষা।
- শক রাজা রুদ্রমনের 'জুনাগড় স্তম্ভলিপি'।
- নানাঘাট লিপির লেখক রানী নয়নিকা।
- নসকি-রুস্তম শিলালিপি ইরানের।
- দু'জন প্রাচীন রোমান লেখক—প্লুটার্ক, প্লিনি।
- বেদাঙ্গ-সূত্র ও দর্শন এই দুইভাগে বিভক্ত।
- ঐতিহাসিক উইলডুরান্ট-এর মতে সিন্ধু সভ্যতা মিশরীর সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন।
- রেডিও কার্বন ১৪ পরীক্ষায় হরপ্পা সভ্যতার কালসীমা খ্রিঃ পূঃ ২৩০০-খ্রিঃ পূঃ ১৭৫০ (সাধারণভাবে কালসীমা ধরা হয় খ্রিঃ পূঃ ৩০০০-খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে)।
- এখানকার হরপ্পা স্নাগারের আয়তন ছিল ১৮০ ফুট x ১০৮ ফুট [illegible] জলাশয় ৩৯' x ২৩' x ৮'।
- শস্যাগারের আয়তন ছিল ২০০ ফুট x ১৫০ ফুট।
- লোথালস ছিল বিশ্বের প্রাচীনতম বন্দর।
- ভারতে মনুষ্য বসতির সূচনা খ্রিঃ পূঃ ৫০০০০০।
- প্রাকৃতিক বর্ণনা ও প্রকৃতির দেবদেবীর স্তুতিগান ঋকবেদের বিষয়বস্তু।
- সামবেদের অধিকাংশ স্তোত্রই ঋকবেদ থেকে সংকলিত। এখানে স্তোত্রগুলি গীত হত।
- যর্জুবেদ-এ যাগ-যজ্ঞের অপর নাম হল 'গাভিষ্ট' অর্থাৎ গরুর অনুসন্ধান।
- ঋকবেদে গুরুকে বলা হত 'অঘ্ন্য'—যাকে হত্য করা যায় না।
- ঋকবেদে ১০১৭ টি স্তোত্র আছে।
- ঋকবেদ 'শত অনিত্র' হল ১০০ দাঁড়বিশিষ্ট নৌকা।
- বৈদিক যুগের স্বর্ণমুদ্রার নাম—'নিষ্ক' ও 'মনা'।
- এযুগে যারা সারা জীবন দর্শন ও ধর্মতত্ব চর্চা করতেন তাদের বলা হত 'ব্রহ্মাবাদিনী'।
- পেরিপ্লাস-এর বই থেকে ভারতের বন্দরে নোঙ্গর ও বর্হিবাণিজ্য জানা যায়।
- বিম কদফিসের সময় ভারতে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলতি হয়।
- একজন বাঙালী নৃতত্ত্ববিদ হলেন—বিরজাশঙ্কর গুহ।
- 'অঙ্গুত্তর নিকায়'—বৌদ্ধ সাহিত্য।

- হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে (৬০৬-৬৪৭ খ্রিঃ) বিষয় সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়—কবি বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' কাব্যগ্রন্থ থেকে।
- নাট্যসাহিত্য ও ভবভূতির অবদানের ফলে তাকেও কালিদাসের মতো সমান উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।
- দ্বাদশ শতাব্দীতেই কলহন রচিত 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থ লিখিত হয়।
- বৈদিক সাহিত্য থেকে জানা যায়, বৈদিক হিন্দুরা ৩০ দিনে মাস এবং ১২ মাসে বা ৩৬০ দিনে একবৎসর ধরে পঞ্জিকা প্রণয়ন করার পদ্ধতি বের করে।
- চিকিৎসাশাস্ত্রের ও শারীরবিদ্যা আলোচনা ও অর্থব বেদের ও আয়ুর্বেদের পাওয়া যায়।
- আত্রেয় ও সুশ্রুতের সময় থেকে ভারতীয় চিকিৎসা—বিজ্ঞানে ইতিসাসে সূচনা হয়।
- মগধের অধিপত্যি বিম্বিসারের রাজবৈদ্য জীবক কুমারভট্ট চিকিৎসাবিদ্যায় পারর্শিতা অর্জন করে খ্যাতিমান হন। তখন আয়ুর্বেদ শিক্ষায় পীঠস্থান ছিল তক্ষশীলা।
- খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ অব্দে শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে তক্ষশিলা সুখ্যাতি পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে প্রাচীনতম বিশ্ব বিদ্যালয় হল নালন্দা। পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাটদের সহায়তায় এই বিশ্ব বিদ্যালয়ে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।
- অষ্টম শতাব্দীতে মহারাজ ধর্মপাল বিক্রমশিলা বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপিত করে।
- বিক্রমপুরের দীপঙ্কর ও শ্রীজ্ঞান এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যতম আচার্য ছিলেন।
- বাংলার পাল রাজাদের আমলে যগদ্দল ও অদন্তপুরী নামে দুটো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।
- গণিতজ্ঞ ও জর্তিবিদ ছিলেন আর্যভট্ট (আনুমানিক জন্ম ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে), পাটলিপুত্রের কাছে কুসুমপুরে তার জন্ম। তার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম হল 'আর্যভট্টিয়'।
- ৫০৫ খ্রীস্টাব্দে উজ্জনীয়ে বিখ্যাত পন্ডিত বরাহমিহির বসবাস করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' ও 'বিহৎ-সংহিতা'। তিনি 'বৃহৎ-সংহিতা' গ্রন্থে 'বজ্রতোপ' নামক এক প্রকার গুঁড়ো বা সিমেন্টের কথা উল্লেখ করে।
- গণিতে খ্যাতমান ছিলেন ব্রাহ্মগুপ্ত (জন্ম ৫৯৮ খ্রিঃ)।
- গণিতজ্ঞ শ্রীধর ১০২০ খ্রিঃ তার বিখ্যাত গণিত গ্রন্থ 'গণিতসার' বা 'ত্রিশতিকা' রচিত।
- আধুনিক বিজাপুরে ভাস্করের বসা ছিল। তার রচিত সর্বশ্রেষ্ট গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত-শিরমণি'।
- 'অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহে' রচয়িতা বাগভট্ খ্যাত অর্জন করেন।
- চিকিৎসা শাস্ত্রে লেখক হিসাবে একাদশ শতাব্দীর বাংলার চক্রপাণী দত্ত খ্যাতিমান ছিলেন। তার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থের নাম হল 'চিকিৎসা-সারসংগ্রহ'। এই গ্রন্থের চিকিৎসাবিধি ও বিভিন্ন প্রকার ঔষুধের উল্লেখ রয়েছে। রাসায়নবিদ হিসাবেও খ্যাতি ছিল।
- অজন্তা গুহা খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হয়েছিল।
- চালুক্য রাজারাও চিত্রশিল্পের অনুরাগী ছিলেন। অজন্তা গুহাগাত্রের কয়েকটি বিখ্যাত চিত্র সম্ভবত এই যুগের শিল্পীদের সৃষ্টি। কেবলমাত্র গুহামন্দিরেই নয়, দক্ষিণভারতে খাড়া ধরনের মন্দিরের গায়ে ছবি আঁকার প্রথা ছিল।
- আফগানিস্থানের বামিয়ান থেকে আরাম্ভ করে মধ্য এশিয়া ও গোবি মরুভূমিতে বহু বৌদ্ধ মঠ ছিল। অনেক মঠ পাহাড়ের গা কেটে তৈরী করা হয় এবং ভিতরের দেওয়াল শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত করা হয়।
- স্যার অরেলস্টিন খোটানের বহু জায়গায় খনন করে প্রাচীন কালের আঁকা চিত্র আবিষ্কার করেন।

- হিন্দু ধর্মের পাঁচটি ধারায় উল্লেখ পাওয়া যায়—বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্ত। তাদের একত্র করে ''পঞ্চোপাসনা'' বলা হয়।
- কুষাণ আমলে বৈদ্ধ ধর্ম চীনে যায়।
- সেন বংশের শাসনকালে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায়।
- ''বঙ্গীয় কুলজী'' গ্রন্থে কৌলিল্য প্রথার প্রচলনে সঙ্গে বল্লাল সেনের নামে যুক্ত করা রয়েছে।
- উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দুটো শাখা, বৈষ্ণব ধর্ম ও শৈব ধর্ম প্রধান হয়ে ওঠে।
- গুপ্ত যুগ হল ভারতের পেরিক্লীয় যুগ। এই যুগকে ক্লাসিকাল যুগ বা স্বর্ণ যুগ বলে উল্লেখ করা হয়।
- ''স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রাঙ্কন একই পর্যায়ে এই তিনটি শিল্পকলা গুপ্ত যুগে উন্নতি শীর্ষে আরোহন করেছিল।''
- দিল্লীর চন্দ্ররাজ্যের নামাঙ্কিত লৌহ নির্মিত বিখ্যাত স্তম্ভটি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে তৈরী হয়েছিল বলে কেউ কেউ বলেন।
- কুষাণ যুগে ভাস্কররা বুদ্ধ ও বধিসত্বদের পাথরের মূর্তি অভিনব রূপে নির্মাণ করেন। এই নতুন শিল্পরীতিকে 'গান্ধার শিল্পরীতিতে বলা হয়, গ্রীক-বৈদ্ধ-শিল্পরীতি'' নামেও তাকে উল্লেখ করা হয়।
- কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুরে কনিষ্ক নির্মিত 'চৈত্য'। দর্শকদের বিস্ময় উৎপন্ন করত। এখানকার স্তুপ এজেসিলাওস নামে একজন গ্রিক স্থপতি নির্মাণ করেন। কুষাণ আমলেই মথুরায় শিল্পকলার চরম উন্নতি ঘটে।
- পল্লবরাজ রাজা নরসিংহ বর্মন মাদ্রাজ শহরে দক্ষিণ সমুদ্র তীরে মহাবলিপুরুম নগরে পাহার কেটে মন্দির নির্মাণ করেন। সপ্ত প্যাগোডা তিনি নির্মাণ করেন।
- চালুক্য আমলে পাহার খোদাই করে গুহা মন্দির নির্মাণের প্রথা প্রচলিত ছিল।
- অষ্টম শতাব্দীর রাষ্ট্রকূট বংশের রাজা প্রথম কৃষ্ণের (৭৫৮-৭৭২ খ্রীঃ) আমলে ইলোয়ার মাহারাষ্ট্রে পাহাড় কেটে বিখ্যাত শিব মন্দির নির্মিত হয়।
- উত্তর ভারতের বড় বড় মন্দিরগুলিতে আঞ্চলিক রীতি ও বৈচিত্রের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের মন্দির স্থাপিত হয় পশ্চিম ভারতের রাজস্থান ও গুজরাটে, মধ্য ভারতের বুন্দেল খন্ডে এবং পূর্ব ভারতের বাংলা ও ওড়িশায়।
- অষ্টম শতাব্দীতে ধর্মপাল সোমপুর মহাবিহার নামে এক প্রকান্ড বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেন। কুমিল্লার কাছে ময়নাবতী নামক স্থানে অল্প উঁচু পর্বতমালার কয়েকটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবৃষ্কিত হয়েছে। পাল যুগের শিল্পের বিষয়বস্তু ছিল দেবদেবীর মূর্তি। অষ্টধাতু ও কালো পাথর ছিল মূর্তি নির্মাণের উপাদান।
- (১০৭৮-১১৫০ খ্রিঃ) সমগ্র ওড়িশা এবন দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের কিছুটা জায়গা দখল করে। তাঁর আমলেই গঙ্গা বংশের গৌরব বৃদ্ধি পায়। বিশাল সাম্রাজ্য গঙ্গা থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করেন।
- গঙ্গাবংশের রাজা প্রথম নরসিংহ (আনুমানিক-১২৩৮-১২৬৪ খ্রিঃ) তুর্কি আক্রমণ হতে ওড়িশাকে রক্ষা করেন। তিনিই কোনারকেন বিখ্যাত সূর্যমন্দির নির্মাণ করেন। দূর হতে কৃষ্ণবর্ণ দেখায় বলে এই মন্দিরকে কৃষ্ণ প্যাগোড়া বলে।
- মধ্যপ্রদেশে খাজুরাহ ছিল চন্দেল্ল বংশের আদি কেন্দ্র।
- ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চন্দেল্লদের রাজধানী খাজুরাহোতে প্রায় ত্রিশটি মন্দির নির্মিত হয়।
- খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত জাভা ও বরোবুদুর মন্দির শৈলেন্দ্র রাজবংশের কীর্তি। এই মন্দিরটি একটি পাহাড়ের উপর নির্মিত হয়।
- কম্বোজের আঙ্করভাট, বিষ্ণুমন্দির খুবই বিরাট। ভারতে এতবড় মন্দির নেই।
- সংস্কৃত ভাষা অন্যান্য থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষার এবং দ্রাবিড় মূল ভাষা থেকে তামিল, তেলেগু, কানাড়ি ইত্যাদি ভাষার উদ্ভব হলেও এইসব ভাষার শব্দসম্পদের সংস্কৃত প্রভাব ছিল খুবই বেশী। তাই দক্ষিণ্যাত্যে ভাষাগুলিও সংস্কৃত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল না।
- বৌদ্ধ দর্শনের বিশ্ব কোষের নাম ছিল 'মহাবিভাস'। এই মূল্যবান গ্রন্থ চিনা ভাষায় অনূদিত হয়। প্রাচীন ভারতে সর্বশ্রেষ্ট কবি ও নাট্যকার কালিদাস গুপ্ত রাজ সভা অলঙ্কিত করেন।

- খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়ে তাম্রশাসন জারি করে ব্রাহ্মণ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে নিষ্কর ভূ-সম্পদ দানের প্রথা প্রবর্তিত হয়। তাকে অগ্রাহর ব্যবস্থা বলা হয়।
- রামশরণ শর্মার মতো বি.এন.এস. যাদব এবং দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঝা মনে করেন তাম্রশাসন জারি করে নিষ্কর ভূ-সম্পদ দানের যে ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তার ফলেই ভারতীয় সামন্ত প্রথার বীজ বপন করা হয়। এভাবেহ ক্রমশ ভারতীয় সামন্ততন্ত্রে উদ্ভব হয়।
- সামন্তপ্রথার ফলে ভূমিব্যবস্থায় জটিলতা দেখা দেয়, মধ্যস্বত্বভোগী ভূস্বামীদের আর্বিভাগ ঘটে, কৃষকের ওপর চাপ সৃষ্টি হয় ও ভূস্বামীরা রাজকীয় রাজস্বে ভাগ বসায়। সামন্ত প্রথার ফলে বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। রামশরণ শর্মা দেখান, যারা নিষ্কর ভূ-সম্পদ লাভ করে সেইসব দানগ্রহীতারা কার্যত ভূ-স্বামীতে পরিণত'' হয়।
- রণবীর চক্রবর্তী রচনা থেকে জানা যায় ''দ্বাদশ-ত্রোয়দশ শতকে দক্ষিণ ভারতেরও ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসার দেখা যায়।
- ক্ষমতাবান সামন্তরা, মহাসামন্তরা, মাহামন্ডলেশ্বর ইত্যাদি উপাধি এবং ছোটো সামন্তরা রাজা সামন্ত রাণক ঠাকুর ভোক্তা ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করেন।
- সামন্তরা তাদের জীবনকালেই জমি ভোগ করত। তাদের মৃত্যুর পর রাজা ইচ্ছা করলে অন্যকে জমি দিতে পারতেন।
- বাংলায় সেন রাজাদের আমলে জমির নগদ খাজনা আদায়ের রীতি প্রচলিত হয়।
- রোমিলা থাপার বলেন, উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতে অব্রাহ্মণদের মধ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের থেকে শূদ্রদের অবস্থান গুরুত্ব পায়।
- ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ মনু বলেন—হিন্দু সমাজে কোন পঞ্চবর্ণ নেই, তা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজে পঞ্চমবর্ণের উদ্ভব ঘটে। ক্রিয়াকলাপের দিক থেকে এই পঞ্চম বর্ণ শূদ্র বর্ণের সদৃশ ছিল। কিন্তু সামাজিকভাবে ও আচারণগতভাবে পঞ্চম বর্ণের স্থান শূদ্র বর্ণের নীচে ছিল এবং তাদের অনেক বেশি অসুবিধা ভোগ করতে হয়। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক পি.ভি.কানের মতে পঞ্চমরা হল বর্তমানের হরিজন। তাদের অবশ্য হিন্দু সমাজে স্থান দেওয়া হয়।
- হিন্দু সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসে মনু সংহিতা অথবা আইনের সংকলন গ্রন্থ একটি মূল্যবান রচনা হিসাবে চিহ্নিত।
- মনু রচিত ধর্মশাস্ত্রের দ্বারা নারীর অবস্থান নির্দিষ্ট করা ও পরিচালনা করা হয়।
- মনু বিধবা বিবাহ সমর্থন করেরনি।
- ব্রাহ্মণদের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেবলমাত্র জাতিভেদ প্রথাই প্রকট হয়নি, সমাজে নারীদের অবস্থারও অবনিত ঘটেছে।
- বাৎস্যায়ন রচিত কামসূত্র গ্রন্থ থেকে সম্ভ্রান্ত বিত্তশালী নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনের স্বচ্ছ চিত্র পাওয়া যায়।
- নারীদেহের বিস্তৃত বিবরণ উল্লেখ করতে বাৎসায়ন কোনোই সংকোচ বোধ করেরনি।
- চোল রাষ্ট্রের মন্দিরে দেবদাসীরা ছিল। তারা ছিল ঈশ্বরের নারীদাসী। জন্মের সময় থেকে অথবা যৌবনে দেবদাসীরা মন্দিরের জন্য নিবেদিত।
- প্লিনি; পেরিপ্লাস ও টলেমির গ্রন্থ থেকে ভারতীয় বন্দরগুলির পরিচয় পাওয়া যায়।
- ইবনবতুতা ও মার্কো পোলোর বিবরণ থেকে মালাবার উপকূলের বন্দরের সংখ্যা যে বেশি ছিল সে বিষয়ে খবর পাওয়া যায়।
- বিশ্বের বাজারে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের মধ্যে মসলিন, রেশম, সুগন্ধিস মুক্তো, হিরা প্রভৃতির বিশেষ সমাদর ছিল।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উৎপন্ন সুগন্ধি মশলা ও দুর্মূল্য রত্ন ভারতীয় বন্দরগুলির মাধ্যমেই রোমের বাজারে পৌঁছাতো। জলপথ ছাড়া স্থলপথেও চিনে রেশমের মধ্য এশিয়ার মরুভূমি দিয়ে পামীর মালভূমি ও ইরান হয়ে পশ্চিম এশিয়ার যেত। এবং সেখান থেকে রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যেত। এই পথটিকে ইতিহাসে 'রেশম পথ বা সিল্ক রোড' নামে পরিচিত। ভারতের সঙ্গেও এই পথের যোগযোগ স্থাপিত হয়।
- বাংলা থেকে জলপথে ধান রপ্তানী করা হত। সংতরাং, সমুদ্র বাণিজ্যে ধান একটি উল্লেখযোগ্য পণ্য ছিল। পূর্ব বাংলার সোনারগাঁও বন্দরে যথেষ্ঠ খ্যাতি ছিল।

- **যশোধর্মনের সামাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ঃ** মালবের অন্তর্গত মান্দাশোরের শাসনকর্তা ছিলেন যশোধর্মন। সম্ভবত তিনি আউলিকারা নামে এক প্রাচীন পরিবারের সন্তান ছিলেন। এই পরিবার খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে মালব শাসন করেন।
- যশোধর্মন নিজের শক্তি সংহত করে ৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে হুণরাজা মিহিরকুলকে আক্রমণ করে পরাজিত করে।
- শিলালিপিতে 'সম্রাট' বলে যশোবর্মনের বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁকে শেই সময়ের ভারতবর্ষের 'শ্রেষ্ঠ নরপতি' বলা হয়।
- গুপ্ত রাজ্যের পতনের সুযোগ গ্রহণ করে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর কনৌজের মৌখরিবংশের প্রভাব বিস্তৃত হয়।
- ইশানবর্মন এই বংশের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন এবং তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন।
- ঈশানবর্মনের পর তিনি রাজার নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন সর্ববর্মন, অবন্তীবর্মন ও গ্রহবর্মন।
- গুজরাটে অবস্থিত বলভির মৈত্রকরা ছিল এক উল্লেখযোগ্য পরিবার। খিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রায় তিনশত বছর ধরে গুজরাটে এই বংশের আধিপত্য ছিল। ধ্রুবভট্ট বা ধ্রুবসেন ছিলেন মৈত্রিক বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা।
- প্রভাকরবর্মনের মৃত্যুর পর ৬০৫ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন।
- গৌড় রাজ্য মৌখরিদের কাছে পরাজিত হয়। তারও অর্ধশতাব্দী পরে শশাঙ্ক গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন। তিনি মুর্শিদাবাদের কাছে কর্ণসুবর্ণতে রাজধানী স্থাপন করেন এবং সম্ভবত সমগ্র বাংলার অথিপতি হন।
- রাজশ্রী ছিলেন থানেশ্বরের রাজা প্রভাকর বর্ধনের কন্যা।
- রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর কণিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে থানেশ্বর ও কনৌজের সিংহাসনে বসেন।
- ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়।
- হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে হর্ষবর্ধন মারা যান।
- গুর্জররা প্রথমে মান্দোশোরে (রাজপুতনার অন্তর্গত মারবার) উপনিবেশ স্থাপন করেন।
- গুর্জর-প্রতিহার বংশে— রাজা প্রথম নাগভট্ট ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে এই বংশের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।
- ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ইতিহাসে এই অরাজকতার যুগকে মাৎস্যানায় বলা হয়।
- বাংলার লোকেরা খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে গোপাল নামে একজন যোদ্ধাকে রাজা নির্বাচন করেন।
- পাল বংশের বিখ্যাত রাজা চিলেন ধর্মপাল (৭৮০-৮১৫ খ্রিঃ) এবং দেবপাল (৮১৫-৮৫৫ খ্রিঃ)।
- অষ্টম শতাব্দীর শেষে ভারতে তিনটি বড়ো বড়ো শক্তির আবির্ভাব ঘটে ঃ পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট। তাদের মধ্যে দীর্ঘকাল বিরোধ চলে। প্রতিহার-পাল যুদ্ধ যখন চলে, ঠিক তখনই দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুব বিন্ধ্য অতিক্রম করে উত্তর ভারতে প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি প্রতিহার রাজা মৎসরাজকে এবং পাল রাজা ধর্মপালকে পারাজিত করেন।
- ৫৪০ খ্রিস্টাব্দে পুলকেশি নামে তাঁদের এক প্রধান বাতাপিপুর (বিজপুর জেলার বাদামি) নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। চালুক্য বংশের শক্তিশালী রাজা ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশী। ৬১০-৬১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিংহাসনে বসেন।
- তাঞ্জোর দখল করে তাঞ্জোরকে চোল রাজ্যের রাজধানী করা হয়। বিজয়ালয়ের পুত্র প্রথম আদিত্য (৮৭১-৯০৭ খ্রিঃ) একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন।
- চোল বংশের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করে চোলরাজা প্রথম রাজরাজ। ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি চোল সিংহাসনে বসেন।
- ১০১৮ খ্রিস্টাব্দে রাজরাজ মারা যাবার পর তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র চোল সিংহাসনে বসেন। ইতিহাসে তিনি রাজেন্দ্রচোল নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতে রাজেন্দ্র কেবল পান্ড্য ও চের রাজ্যসমূহ জয় করেননি।
- কৌটিলীয় তত্ত্ব অনুযায়ী রাষ্ট্র কৃষি সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 'জনপদ' স্থাপন করে। অর্থশাস্ত্রে 'জনপদ'কে 'জনপদ নিবেশ' বলা হয়।

- কৌটিল্য ছিলেন চন্দ্রগুপ্তের প্রধান পরামর্শদাতা ও অভিভাবক।
- সেলুকাস নিকাতর ছিলেন আলেকজান্ডারের সেনাপতিদের অন্যতম। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য সেনাপতিদের মধ্যে বিভক্ত হয়। সেলুকাস পশ্চিম এশিয়ার বিরাট অঞ্চলের অধিপতি হন।
- সেলুকাস মেগাস্থিনিস নামে এক গ্রিকদূতকে চন্দ্র গুপ্তের রাজসভায়, প্রেরণ করেন।
- মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকা গ্রন্থ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও অশোকের শিলালিপি থেকে তাঁর রাজধানী পাটলিপুত্রের রাজপ্রসাদের পরিচয় ও শাসনব্যবস্তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।
- খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিম্বিসার মগধের সিংহাসনে বসেন।
- খ্রিস্টপূর্ব ২৬৯ অব্দে বিন্দুসারের পুত্র অশোক মগধের সিংহাসনে বসেন। খ্রিস্টপূর্ব ২৬০ অব্দে কলিঙ্গ যুদ্ধ হয় এবং অশোক কলিঙ্গ জয় করেন।
- হিউয়েন সাঙের বর্ণনা ও কহুনের রাজতরঙ্গিণী থেকে অনুমান করা যায়, কাশ্মীরের অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।
- তিনি অহিংসার বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে 'ধর্মপ্রচারক' পাঠান। অশোক 'ধর্মমহামাত্র' নামে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর সৃষ্টি করেন।
- তিনি নিজেকে 'দেবনাথ-প্রিয়' অর্থাৎ 'দেবতার প্রিয়' বলে উল্লেখ করেন।
- রমেশচন্দ্র মজুমদার লেখেন যথার্থরূপেই অশোককে প্রাচীন ও আধুনিক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতিদের মধ্যে একজন হিসাবে উল্লেখ করা যায়।
- বিখ্যাত গ্রিক ঐতিহাসিক থুকিডিডিস বলেন ঃ "সমস্ত মানবীয় গৌরবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু মহত্ত্বের স্মৃত অক্ষয় থাকে।"
- খ্রিস্টপূর্ব ১৮৫ অব্দে পুষ্যমিত্র মৌর্য রাজবংশের উৎখাত সাধন করে মগধের সিংহাসন দখল করেন এবং শুঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩০ অব্দে এই রাজবংশের অবসান হয়।
- ইন্দো-গ্রিক রাজাদের কতৃত্ব আফগানিস্থানে ও পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ ছিল।
- শকরা পার্থিয়া বা পাঞ্জাব দখল করে। তারপর শকরা দক্ষিণে ও পূর্বে অগ্রসর হয়। এবং পশ্চিম-ভারতে প্রাধান্য স্তাপন করে। মথুরা থেকে উত্তরে গান্ধার পর্যন্ত শকদের প্রভাব বিস্তৃত ছিল।
- পার্থিয়ার রাজা দ্বিতীয় মিথরিডেটিসের আমলে পহ্লবদের শক্তির পুনরজ্জীবন ঘটলেও তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। খ্রিস্টপূর্ব ৮৮ অব্দে তাঁর মৃত্যুর পর শকরা পার্থিয়া দখল করে।
- খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর সূচনায় সমগ্র ব্যাকট্রিয়ার ইউচিদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।
- কুষাণ জাতির প্রথম সুপরিচিত অধিনায়ক কুজুল কদফিসেস উত্তরের অতিক্রম করে ভারতে ঢুকে পড়েন। কুজুল কদফিসেসের পর বিম কদ ফিসেস রাজা হন।
- কুষাণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজার নাম হল কণিষ্ক।
- সম্ভবত ৭৮ খ্রিস্টাব্দে কণিষ্ক সিংহাসনে বসেন।
- এই ৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকেই একটি নতুন বর্ষ গণনা শুরু হয়, তার নাম শকব্দ। কণিষ্কই এই শকাব্দের সূচনা করেন।
- শক শাসকরা ক্ষত্রপ উপাধি ব্যবহার করতেন।
- ৪১৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। তিনি চল্লিশ বছরের বেশি সময় রাজত্ব করেন।
- ৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন গুপ্ত বংশের শেষ শক্তিশালি রাজা।
- হুণদের পরাজিত করে গুপ্ত সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। তই স্কন্দগুপ্তকে 'ভারতের মুক্তিদাতা' বলা হয়।

- বর্ধমান মহাবীর নামে পরিচিত হয়। তাঁর অনুগামীদের প্রথমে বলা হত নির্গ্রন্থ, পরে তাঁদের নাম হয় জৈন। জিন শব্দ থেকে জৈন শব্দের উদ্ভব হয়। জিন শব্দের অর্থ হল বিজেতা। এখানে বিজেতা হলেন মহাবীর।
- জৈন ধর্ম নিরীশ্বরবাদী। এই ধর্মমতের সঙ্গে ঈশ্বরের আস্তিত্বের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই।
- জৈনধর্মে জীবহত্যার মতো পাপ আর নেই। অহিংসা, সত্য কথা বলা, অপরের জিনিস অপহরণ না করা এবং দরিদ্র ব্রত গ্রহণ—এইসবই জৈনধর্মের মূল কথা।
- ক্ষত্রিয় গোষ্ঠী থেকে আগত এই দুই ধর্মের প্রচারকরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বেদের ও পশুবলি প্রথার বিরোধিতা করেন। নিম্নশ্রেণীর মানুষ এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়।
- খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রধান রাজতান্ত্রিক শক্তি ছিল মগধ। অন্যদিকে প্রধান অরাজতান্ত্রিক শক্তি ছিল বজ্জি।
- মধ্যভাগের মগধের রাজা ছিলেন বিম্বিসার। খ্রিস্টপূর্ব ৪৯৩ অব্দে বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু মগধের সিংহাসনে বসেন।
- সমগ্র ভারতে মগধের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করার কৃতিত্ব মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (৩২১-৩০০খ্রিঃপূঃ) ও সম্রাট অশোকের (২৭২-২৩২ খ্রিঃপূঃ) প্রাপ্য।
- খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৮৭ অব্দ পর্যন্ত প্রায় একশ সাঁয়ত্রিশ বছর ধরে মৌর্য সাম্রাজ্য এক সর্বভারতীয় শক্তি হিসাবে টিকে ছিল সামরিক বাহিনীর ও প্রশাসন ব্যবস্থার দক্ষতার জন্য।
- খিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে ষোলটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। তাদের 'ষোড়শ মহাজনপদ' বলা হত। এই রাজ্যগুলির নাম ছিল কাশী, কোশল, অঙ্গ, মগধ, বৃজি (বজ্জি) যুক্তরাষ্ট্র, মল্লরাজ্য, চেদী রাজ্য বৎস রাজ্য, কুরু রাজ্য পাঞ্চাল রাজ্য মৎস্য, শূরসেন অশ্মক, অবন্তী, গান্ধার ও কম্বোজ।
- বেশির ভাগ মহাজনপদ ছিল বর্তমান, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত। অসম, বঙ্গ, ওড়িশা, সুদূর দক্ষিণ ও গুজরাটের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় ন।
- বৃজি লিচ্ছবি ও আরও কয়েকটি খন্ড জাতি নিয়ে বৃজি যুক্তরাষ্ট্র তৈরী হয়। তার রাজধানী ছিল বৈশালী। বৃজি রাষ্ট্রের উত্তরে ছিল মল্লরাজ্যে।
- কাশীর রাজা খুবই ক্ষমতাশালী ছিলেন।
- বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে লোহার ব্যবহার জানা থাকলেও লোহার সাহায্যে ওই অঞ্চলে উদবৃত্ত কৃষি উৎপাদন রূপ ধারণ করেনি।
- খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মগধের রাজা ছিলেন বিম্বিসার।
- বিম্বিসার ছিলেন বুদ্ধের অনুগামী।
- রোমিলা থাপার -এর মতে ভারতীয় রাজাদের মধ্যে বিম্বিসার ই প্রথম দক্ষ শাসনব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন।"
- খ্রিস্টপূর্ব ৪৯৩ অব্দে বিম্বিসারের পুত্র অজাতপুত্র পিতাকে হত্যা করে মগধের সিংহাসনে বসেন।
- পূর্ব ভারতের মগধ হল সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য। মগধের অজাতশত্রুর পরে তাঁর পুত্র উদয় রাজা হন। তিনি পাটলিপুত্র নগরে মগধের রাজধানী স্থাপন করেন।
- মহাপদ্ম নীচবংশীয় সন্তান হলেও তিনি একজন নিপুণ ও পরাক্রান্ত শাসক ছিলেন। তাঁকে ভারতে প্রথম সাম্রাজ্য নির্মাতা' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। খারবেলের হাতিগুম্ফা শিলালিপি থেকে জানা যায়, কলিঙ্গ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।
- নন্দ বংশের শেষ রাজা ছিলেন ধননন্দ। তিনি আলেকজান্ডারের সমসাময়িক ছিলেন।
- নন্দ বংশের শেষ রাজা ধননন্দ।
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নামে এক ভাগ্যন্বেষী যুবক ধননন্দকে পদচ্যুত করে রাজধানী পাটলিপুত্র দখল করেন এবং খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ অব্দে (কারও কারও মতে খ্রিস্টপূর্ব ৩২২ অব্দে) সিংহাসনে বসেন। শুরু হয় মৌর্য শাসন।
- বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত মোরিয়া উপজাতিভুক্ত বা মৌর্যকুলের অন্তর্গত একজন ক্ষত্রিয় বীর ছিলেন।

হত। অবশ্য খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে লোহার তৈরী লাঙলের ফলার ব্যবহার অনেক বেশী দেখা যায়।

- বৈদিক সাহিত্যের কারিগরি শিল্পের এক বিস্তৃত তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকায় যেসব কারিগরদের উল্লেখ আছ তা হল ঃ 'কৌলাল' (কুমার), 'কর্মার' (কামার), 'ধনুকার' (ধনুক নির্মাণকারী), 'জ্যাকার' (ধনুকের ছিলা যে তৈরী করে), 'রজ্জুসর্জ' (রজ্জু বা দড়ি যে তৈরী করে), 'সুরাকার' (সুর প্রস্তুতকারী), 'বাস পল্পীলী' (রজক), 'রঞ্জয়িত্রী (যেসব মহিলা কাপড় রং করে), 'চর্ম্মম্ন' (চর্মকার), 'হিরণ্যকার' (স্বর্ণকার), 'ধীবর' (জেলে), 'হস্তিপ' (হস্তীপালক) 'অশ্বপ' (অশ্বপালক), 'গোপালক' (রাখাল), 'সূত' (নট), 'শৈলুষ' (গায়ক), 'মৃগায়ুস্তক' (ব্যাধ বা শিকারি)।
- অর্থবিদ-এর 'পৌষ্টিকানি সূত্রাণি'-তে নানাপ্রকার ব্যাধি ও তার নিরাময়ের বিষয় আলোচিত হয়েছে।
- শতপথ ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় সংহিতা থেকে সুকীদিন বা সুদের ব্যবসায়ীর পরিচয় পাওয়া যায়।
- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র পারস্পরিক তারতম্য যে প্রকট হয় তা পরবর্তীকালের বৈদিক সাহিত্যে লক্ষ করা যায়।
- রাজসূয়, বাজপেয় অশ্বমেধ প্রভৃতি যাগযজ্ঞের মাধ্যমে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়াস লক্ষ করা যায়।
- খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত গাঙ্গেয় উপত্যকায় কৃষি অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা' এক যুগান্তকারী ঘটনা বলেই ঐতিহাসিকরা মনে করেন।
- ধনী বণিককে বলা হত শ্রেষ্ঠ।
- ভ্রাম্যমাণ বণিক বা বণিকদের প্রধানকে বলা হত সার্থবাহ।
- পণিনি রচিত অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে গো-বাণিজ্য ও অশ্ব-বাণিজ্য সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়।
- খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে পাটলিপুত্র ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর ও ভারতীয় রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র।
- খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব ভারতে এক প্রবল ধর্মবিপ্লবের সূচনা হয়।
- সাধারণ মানুষের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় একটি জনপ্রিয় সংস্করণ প্রচলিত হয় তাকে বলা হত 'প্রাকৃত'। এই ভাষারও বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাকে সৌরসেনী এবং পূর্ব অঞ্চলের ভাষাকে মাগধী বলা হত।
- প্রতিবাদী আন্দোলনের ফলেই জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম নামে দুটো নতুন ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব হয়। উভয় ধর্মই বেদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে, বৈদিক দেবদেবীর অস্তিত্ব এবং বৈদিক রীতিনীতি অগ্রাহ্য করে। বৈদিক যাগযজ্ঞ ও পশুবলি প্রথা বর্জন করে।
- কপিলাবস্তু থেকে অনতি দূরে লুম্বিনী গ্রামের উদ্যানে গৌতম জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পরে গৌতমের নামকরণ হয় সিদ্ধার্থ।
- পৃথিবীতে দুঃখ কষ্টের কারণ উপলব্ধি করতে পারলেন। তিনি সম্বোধি বা বন্ধুত্ব লাভ করেন তিনি বুদ্ধ (জ্ঞানী) হন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পঁত্রিশ বছর।
- বুদ্ধ বলেন, অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা আটটি উপায় অবলম্বন করলে, আকাঙ্খার কবল থেকে মুক্তি লাভ করা যায়।
- বৌদ্ধধর্মে পরম মুক্তির পথ হল পুনর্জন্ম চক্রের বাইরে বেরিয়ে এসে বির্মাণ লাভ।
- বুদ্ধ বেদের মাহাত্ম্য অস্বীকার করেন এবং বৈদিক যাগযজ্ঞের ও আচার-অনুষ্ঠানের আধ্যাত্মিক উপযোগিতায় অনাস্থা প্রকাশ করেন। বুদ্ধ জাতীভেদ বিরোধী ছিলেন।
- বুদ্ধ সন্ন্যাসিনীদের জন্য পৃথক মঠ স্থাপনকে নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ হিসাবে উল্লেখ করা হয়।
- মহাবীর হলেন শেষ গুরু বা তীর্থঙ্কর। প্রথম তীর্থঙ্কর হলেন ঋষভদেব বা আদিনাথ। জৈন সাহিত্যে তেইশজন তীর্থঙ্করের উল্লেখ পাওয়া যায়।
- খ্রিস্টপূর্ব ৫৪০ অব্দে উত্তর বিহারের বৈশালীর কাছে এক ক্ষত্রিয় বংশে মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন।
- প্রথমে তাঁর নাম ছিল ধর্মান।
- বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি দিব্যাজ্ঞান (কৈবল্য) লাভ করেন। তাঁর নাম হয় ইন্দ্রিয়জয়ী অথবী নিগ্রন্থ (সাংসারিক গ্রন্থি বন্ধন বিমুক্তি)

অন্তর্গত দেবীমাতা বা অম্বিকা মূর্তির পূজো প্রচলিত ছিল।

- সিন্ধু অধিবাসীদের ধর্মীয় জীবনে প্রাণীদেরও (Animals) মস্ত বড়ো ভূমিকা ছিল।
- মৃতদেহকে **সমাহিত কিংবা দাহ** করা হত। উভয় প্রথাই প্রচিলত ছিল।
- স্থল অথবা সমুদ্রপথে মেসোপটেমিয়ায় সিন্ধু উপত্যকার জিনিসপত্র পৌঁছাত।
- **তামা, হাতির দাঁত, হাতির দাঁতের** তৈরী জিনিস, সুতি কাপড় ইত্যাদিরও রপ্তানিদ্রব্যের মধ্যে ছিল।
- **গুজরাটের লোথাল অঞ্চলে খনন** করে বন্দরের কাজকর্মের খবর পাওয়া যায়।
- সিন্ধু সভ্যতা কেমন করে ধ্বংস হয়ে গেল নির্দিষ্ট করে তা বলা যায় না।
- আর্যদের **প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম** বেদ।
- সংস্কৃত 'আর্য' শব্দ, ইরানিদের ধর্মগ্রন্থ অবেস্তাঁয় 'আইর্য' এবং প্রচীন পারসিক ভাষায় আরয়ি প্রচলিত ছিল।
- **এই আর্য শব্দের অর্থ হল বিশ্বস্তজন**, একই জাতির মানুষ।
- আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল তা নিয়ে পন্ডিত মহলে বিতর্ক আছে।
- হরপ্পা সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক।
- গোরু ছিল **আর্যদের কাছে মস্ত** বড়ো সম্পদ।
- লোহার ব্যবহার করতে জানত এবন ঘোড়াও কাজে লাগাতে পারত।
- আর্যদের **যুগ্মক্ষমতা হরপ্পার অধিবাসীদের** তুলনায় বেশি ছিল।
- দেবরাজ **ইন্দ্র 'পুর' বা নগরকে ধ্বংস** করেছিলেন বলে তাঁকে 'পুরন্দর' বলা হয়।
- একত্রিত **১,০২৮টি স্তোত্র নিয়ে হল** ঋগ্‌বেদ।
- বংশানুক্রমে **মুখে মুখে প্রচারিত** হওয়ায় 'বেদ'-এর অপর নাম 'শ্রুতি'।
- হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থগুলির মধ্যে ঋগ্‌বেদ ছিল সবচেয়ে পবিত্র ও প্রাচীন।
- ফ্রিডরিখ **ম্যাক্সমুলার (Friedrich MaxMullar ১৮২৩-১৯০৯)** এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি উপনিষদকে মানুষের প্রজ্ঞার অভূতপূর্ব প্রকাশ হিসাবে উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেন।
- বিখ্যাত পুরুষসূক্ত স্তোত্রে তার উল্লেখ আছে এবং এই স্তোত্রে বলা হয় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যথাক্রমে ভগবানের **মুখ, বাহু, উরু ও পদযুগল** হতে উদ্ভূত হয়েছে। ঋগ্‌বেদ এর যুগেই পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), যোদ্ধা (ক্ষত্রিয়) কৃষক (বৈশ্য) এবং ভূমিদাস (শূদ্র) এই চার বর্ণের পরিণত আকার ধারণ করতে থাকে।
- বৈদিক যুগে পরিবার ছিল পিতৃতান্ত্রিক।
- **ঋগ্‌বেদ-এর যুগে বর্ণভেদ প্রথা খুবই প্রাথমিক অবস্থায় ছিল।** তারপর ক্রমন্বয়ে বর্ণভেদ প্রথা স্পষ্ট রূপ ধারণ করতে থাকে।
- ব্রাহ্মণত্বের পুনরত্থানের যুগে বর্ণভেদ প্রথা সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে তা 'মনুসিংহতা' গ্রন্থে প্রতীয়মান হয়।
- **ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ মনু সমাজে নারীদের অবস্থান নির্দিষ্ট করে দেন।** নারীদের সামাজিক মর্যাদা অবমনিত করার ক্ষেত্রে যে প্রয়াস চলে তা **মনুসংহিতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।**
- **জন্মান্তরবাদ প্রচলিত হয়।**
- বৈদিক সভ্যতা কৃষিকেন্দ্রিক হলেও, নিষ্ক নামক একপ্রকার স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে ভারতে মুদ্রার প্রচলিত হয়।
- **কৌশাম্বীতে লোহা পাওয়া গিয়েছে।** সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের অত্রঞ্জিখেরা এবং বাংলায় পান্ডুরাজার ঢিবি নামক স্থানে **লোহা পাওয়া গিয়েছে।**
- **রামশরণ শর্মার মতে,** মধ্যগঙ্গেয় উপত্যকায় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে কৃষির উপকরণগুলি লোহা দিয়েই তৈরী

প্রত্নতত্ত্ববিদরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেন—প্রাচীন প্রস্তর যুগ (Palaeolithic) মধ্যবর্তী প্রস্তর যুগ (Mesolithic) এবং নতুন প্রস্তর যুগ (Neolithic)।

- ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিদ জেনারেল কানিংহোম হরপ্পা পরিদর্শন করে সেখানে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন পেলেন।
- তুষার যুগের অবসান ঘটায় ইউরোপে অরণ্যের মধ্য প্রস্তর যুগ এবং উত্তর আফ্রিকার সমভূমির আবির্ভাব হয়।
- খ্রিস্টপূর্ব নতুন প্রস্তর যুগ ৮,০০০ অব্দ থেকে খ্রীস্টপূর্ব ৬,০০০ অব্দের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়াতে নতুন প্রস্তর যুগের সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।
- টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় এই সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে।
- হরপ্পা সভ্যতা তাম্রযুগের (Chalcolithic Period) সভ্যতা বলেই উল্লিখিত।
- বেলুচিস্তানেই প্রথম কৃষি সম্প্রদায়ের (First Agricultural Communities) আবির্ভাব ঘটে।
- বেলুচিস্তানের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থান হল মেহেরগড়।
- ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসি প্রত্নতত্ত্ব মিশন এই স্থানটিকে আবিষ্কার করেন।
- সিন্ধু উপত্যকায় ও বেলুচিস্তানে মৃন্ময় পাত্রের ব্যবহার কে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।
- স্থায়ী কৃষিজীবন হল মেহেরগড় সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- সিন্ধু সভ্যতা প্রত্নতত্ত্ববিদদের নিকট হরপ্পা সংস্কৃতি (Harappa Culture) নামে পরিচিত।
- ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন।
- সিন্ধি ভাষায় মনেঞ্জোদাড়োর অর্থ হল মৃতের সমাধি বা স্তুপ।
- তারই দু-বছর পরে দয়ারাম সাহনি হরপ্পা অনুরূপ ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করেন।
- সিন্ধি ভাষায় মহেঞ্জোদড়োর অর্থ হল মৃতের সমাধি বা স্তুপ।
- অধ্যক্ষ স্যার জন মার্শালের চেষ্টায় এই দু-জায়গায় ব্যাপক খননকার্য শুরু হয়।
- ভারতের পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তে পুরানো সরস্বতী নদীর উপত্যকায় কলিঙ্গগান নামক স্থানে খননকার্য করে আর একটি তৃতীয় শহরের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।
- 'হরপ্পা সংস্কৃতি' হল হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়ো এবং কলিবঙ্গগান—এই তিনটি অঞ্চলের ব্যাপক পরিধি নিয়ে আবিষ্কৃত সভ্যতা।
- মহেঞ্জোদড়োর বিপরীত দিকে কোট দিজি খনন করে হরপ্পা সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে।
- সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার অব্দে সিন্ধুনদীর উপত্যকায় শহরগুলি স্থাপিত হয় এবং এক সুসমৃদ্ধ ও সুগঠিত অস্তিত্ব খ্রিষ্টপূর্ব দু-হাজার অব্দ পর্যন্ত ছিল। এই সভ্যতাকে তাম্র যুগের সভ্যতা বলে উল্লেখ করা হয়।
- হরপ্পা সভ্যতা ছিল নগর সভ্যতা।
- প্রত্নতত্ত্বনিকরা অনেকগুলি স্নানাগার আবিষ্কৃত হয়েছে।
- রোমানদের পূর্বে অন্য কোনো প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রে এই ধরনের উৎকৃষ্ট পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা ছিল না।
- হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীদের গম, বার্লি, দুধ খেজুরজাতীয় ফল ইত্যাদি খেত। তারা মাংসও খেত। মাছের ব্যবহার খুব বেশি ছিল বলে মনে হয়।
- তারা সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি ব্যবহার করত।
- ধনী ও দরিদ্রের তারতম্য ছিল।
- হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়োতে শ্রমজীবী মানুষের বাসস্থান আবিষ্কৃত হয়েছে।
- প্রধান জীবিকা ছিল পশুপালন ও বাণিজ্য।

- সৌরাষ্ট্রের শক ক্ষত্রণ বা রাজপ্রতিনিধি ছিলেন রুদ্রদামন। এটাই হল সবচেয়ে প্রাচীন সংস্কৃত লেখমালা।
- কুষাণ যুগের ভাস্কররা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের পাথরের মূর্তি অভিনবরূপে নির্মাণ করেন। এই শিল্পরীতিকে বলা হয় গান্ধার শিল্পরীতি।
- সবচেয়ে বেশী মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে দক্ষিণাত্যে।
- **মুদ্রার সাহায্যেই উত্তর ভারতে ব্যাকটিরিয়ান** (গ্রিক) এবং সিথিয়ান রাজাদের নাম, রাজত্বকাল, রাজ্যের সীমা ইত্যাদি **সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়।**
- **কুষাণ রাজা কনিষ্কের সময়কালের** মুদ্রায় বুদ্ধের মূর্তি অঙ্কিত রয়েছে।
- **বাংলার দেবপালের সময়কালের** এক চমৎকার স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে।
- **পশ্চিম এশিয়ার আবিষ্কৃত বোঘজ-কোই** শিলালিপি (খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ১৪০০ অব্দ) থেকে ভারতে আর্যদের **আগমন সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়।**
- **পারসিকরা যে এক সময়ে ভারতের** সীমান্তে আধিপত্য স্থাপন করেছিল তার বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায় পারস্যের বেহিস্তান ফলক থেকে।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতের প্রভাব সম্বন্ধে জানতে হলে সেখানে আবিস্কৃত উৎকীর্ণ শিলালিপির ওপর অনেকটা নির্ভর করতে হয়।

SET-I

INDIAN HISTORY

- ভারতকে পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা হয়।
- ভারতের উত্তরে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিমালয় প্রায় ২,৫৭৪.৪ কিলোমিটার ব্যাপী এক বিশাল প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে।
- উত্তর পশ্চিমে হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বতমালা অফগানিস্তান, রিান, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে এবং উত্তর-পূর্বে আরাকান পর্বতমালা বর্মা থেকে ভারতকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।
- সমুদ্রের নিকট বাস করায় চোল, কেরল প্রভৃতি প্রাচীন জাতিগুলি নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী হয়।
- বাংলায় তাম্রলিপ্ত বন্দরেরও যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।
- ভিনসেন্ট স্মিথ যথার্থই বলেন, ভারত হল একটি 'নৃত্যত্ত্বিক যাদুশালা'
- নৃতত্ত্ববিদরা দেহের গঠন ও ভাষার ভিত্তিতে ভারতীয় অধিবাসীদের কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—(১) নিগ্রোয়েড় বা নিগ্রিতো, (২) প্রোটো অস্ট্রলয়েড, (৩) মোঙ্গোলয়েড, (৪) দ্রাবির, (৫) আর্য এবং (৬) মেডিটারেনিয়ান।
- ভারতে অস্ট্রিক ভাষার অধিবাসীদের মধ্যে রয়েছে কোল, মুন্ডা, সাঁওতাল, মুন্ডারি, হো, খরিয়া, ভূমিজ, কোর্কু, শভর, গারো, খাসি, নিকোবরজি প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠী।
- চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি স্থানে মোঙ্গোলয়েড জাতির লোকদের দেখতে পাওয়া যায়।
- কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ভারত হল—'মহামানবের মিলনক্ষেত্র'।
- ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ (Vincent Smith) 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' (Unity in diversity) বলে উল্লেখ করেন।
- ভারতীয়রা যে নদীকে সিন্ধু বলত তাকেই পারসিকরা 'হিন্দু' বলে উচ্চারন করত।
- মুসলিম অভিযানের পর পারসিক নামটি 'হিন্দুস্থান' নামে প্রচলিত হয় এবং এই দেশের যেসব বাসিন্দা পুরোনো ধর্ম অনুসরণ করে তাদের 'হিন্দু' বলা হয়।
- ঐতিহাসিক যাদুনাথ সরকার বলেন ঃ "এই ঐক্যবোধ উহাদেরই প্রয়াসের ফল। এই জাতীয় ঐক্যবোধ ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে মুঘলরাই প্রথম প্রতিষ্ঠা করে।"
- যদুনাথ সরকার যথার্থই বলেন ঃ "ভারতের নানা জাতির বারংবার মিশ্রণ ঘটিয়াছে সত্য কিন্তু উহারই মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্যসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়।
- গ্রহ বিজ্ঞান বিষয়ক 'গার্গী সংহিতা' গ্রন্থে পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' ও পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' নামক ব্যাকরণ গ্রন্থ দুটিতে এবং কালিদাস ও ভাস রচিত বিশুদ্ধ কাব্যগ্রন্থেও অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়।
- দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে কাশ্মীরের রাজবংশের ইতিহাস রয়েছে।
- সংস্কৃত ভাষায় রচিত বাণভট্টের হর্ষচরিত, বিহ্লনের বিক্রমাঙ্কদেবচরিত নামক ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থেও তথ্য ছড়িয়ে আছে।
- প্রকৃত ভাষায় রচিতবাক্পতির গৌড়বাহ এবং হেমচন্দ্রের কুমারপালচরিত গ্রন্থও ইতিবৃত্তমূলক।
- গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস-এর রচনা থেকে পারসিকদের উত্তর-পশ্চিম ভারত জয়ের বিষয়ে জানা যায়।
- মৌর্যযুগের উপর আলোকপাত করে মেগাস্থিনিস রচিত ইন্ডিকা গ্রন্থ।
- ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ প্রভৃতি চিনা পর্যটকদের রচনায় প্রচীন ভারত সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।
- সিলমোহর ষাঁড়, ঘোড়া ইত্যাদির ছবি খোদিত সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে।
- জীবজন্তুর রূপায়ণ থেকে সেকেলের চারুশিল্পের অগ্রগতি বোঝা যায়।
- উত্তর ভারতে পাটলিপুত্র, নালন্দা, কৌশাম্বী, মহাস্থানগড় এবং দক্ষিণভারতে নার্গার্জুনকোন্ডা, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানে খনন করে বহু মূল্যবান নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।
- অশোকস্তম্ভে পঁয়ত্রিশটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। বাণীগুলি প্রাকৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। সাধারণত ব্রহ্মীলিপিতে বাণীগুলি উৎকীর্ণ রয়েছে।
- ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে জেমস প্রিন্সের অশোকের শিলালেখের অর্থ উদ্ধার করেন। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইতে তা সংরক্ষিত আছে।
- এলাহাবাদ স্তম্ভগাত্রে সভাকবি হরিষেণ লিখিত সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি পাওয়া যায়।
- আইহোল নামক স্থানে রবিকীর্তি রচিত চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রশস্তি পাওয়া গিয়েছে।
- নসিকে আবিষ্কৃত হয়েছে সাতবাহন নরপতি গৌতমী পুত্র সাতকর্ণির প্রশস্তি।
- গুজরাটের গিরনারে সংস্কৃত ভাষায় রচিত রুদ্রাদমনের শিলালেখ আবিষ্কৃত হয়েছে।